কৃষিপ্রণালী।

প্রথম খণ্ড।

চিপেষ্ট দম্ দম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

বাগবাজার ২৪৩ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীউদয়চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ। ১২৯৯ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

গুরু শিষ্য

বিজ্ঞাপন।

আমি বহুকালাবধি কৃষি বিষয় আলোচনা করিয়া, এমন কি নিজ হস্তে (অর্থাৎ হাতেহেতেড়েও) অনেক রকম কৃষিকার্য্য করিয়াছি, তাহাতে যেসকল সুপ্রণালী শিক্ষাকরা হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট পুস্তকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল. ইহা জনসমাজে কিরূপ আদরণীয় হইবে, তাহা বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র ভরসা যে, সহৃদয় পাঠক মহাত্মাগণ আমার এই কৃষি-প্রণালীর অসার অংশ পরিত্যাগ করিয়া, আমার উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিবেন না। বাস্তবিক সজ্জনগণ সদংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন অসার ভাগ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহা উপেক্ষা করিয়া, সারভাগের আদর করেন। ইতি শ্রাবণ ১২৯৯।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।

সূচীপত্র।

কৃষিপ্রণালী।

প্রথম খণ্ড।

গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন।

শিষ্য বহুদিনের পর, গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ, বিনয়াবনত বচনে বলিলেন, দেব! আজ আমার কি শুভদিন, বহুকালের পর আপনার শ্রীচরণ দশন পাইলাম।

গুরুদেব বলিলেন, বৎস! আমি বহুকালাবধি কোন কার্য্যোপলক্ষে, দেশভ্রমণে গিয়াছিলাম, এবং বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, এখানে আসিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাল আছ ত?

শিষ্য বলিলেন, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে এ সেবকের, এক প্রকার শারিরীক কুশল।

গুরুদেব বলিলেন, বাপু! তোমার ওকালতী কার্য্যটী বেশ চলিতেছে ত?

শিষ্য বলিলেন, দেব! এক্ষণে সে দুঃখের কথা বলিতে অনেক সময় লাগিবে, তাহা সময়ানুসারে বলিব, আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন ও স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও পূজায় ব্রতী হউন।

গুরুদেব বলিলেন, আমি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াছি, আবার মধ্যাহ্নকালে করিব।

শিষ্য বলিলেন, তবে আপনার সেবার জন্য আয়োজন করিগে গিয়ে ?

গুরু। যাও বাপু।

শিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাটীর মধ্যে গমনানন্তর পাকের আয়োজন করাইলেন, এবং গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া অন্দরমহলে লইয়া গেলেন। গুরুদেব পাকাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আহারান্তে শিষ্যকে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন, তৎপরে আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায়, শিষ্য ও গুরুদেব বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

শিষ্য বলিলেন, দেব ! আপনি আমাকে যে ওকালতীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন, তাহা অতীব শোচনীয়। প্রথমে আমি জজ্‌কোর্টে ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম; প্রায় বৎসরাবধি তথায় যাতায়াত করি, এবং লাইব্রেরিতে বসিয়া দিন কাটাই; কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতে পাই নাই। দৈবাৎ দুই একটী মোকর্দ্দমা যাহা পাইতাম, তাহাতে বিরক্ত হইয়া ওকালতী কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। তৎপরে তেজারতী কার্য্য আরম্ভ করায়, উাহাতে অনেক টাকা লোক্‌সান হইল, সুতরাং কারবারটী বন্ধ করিয়া দিলাম। তৎপরে কল বসাইয়া তৈল, ময়দা ও সুরকীর ব্যবসা কিছুদিন করায়, তাহাতেও অনেক টাকা লোক্‌সান হইয়া পড়িল, ও দেন্দার হইলাম, জমীজরাৎ পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িল; ও দারুণ কষ্ট হইল। ভাবিলাম এ অবস্থায় কি করি, মহা অস্থির হইয়া অবশেষে চাকরীর চেষ্টায় বেড়াইতে লাগিলাম।

যেখানে চাকরী খালি আছে শুনি, সেই খানেই দরখাস্ত করি, কিন্তু, তাহাতে কোন ফল হয় না, কারণ, সেই কার্য্যের জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে, যাঁহাদের সুপারিষের বেশ জোর আছে, কি কাহারও শালা, কি ভগিনীপতি অথবা আত্মীয় কুটুম্ব উচ্চপদ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই দরখাস্ত গ্রহণীয় হয়, নচেৎ আর কাহারও হয় না, এ কারণ কোন আফিসেই সুবিধা করিতে পারি নাই। সুতরাং বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া, এক দিন বৈঠকখানায় বসিয়া নানা রকম চিন্তায় উদ্বিগ্ন আছি, এমন সময় একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি খুলিয়া দেখি যে,আমার স্বর্গীয় পিতার বন্ধু কোন সওদাগরের বাড়ীতে ৩০ টাকা বেতনের চাকরীর যোগাড় করিয়া সেই দিনেই আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। আমি পত্র পাঠান্তে সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'কোন সওদাগরের আফিসে ৩০ টাকা বেতনের কর্ম্ম খালি আছে, কিন্তু তাহাতে ১০০০৲ হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে, তাহা তুমি কর্‌বে কি? চাকরীর কথা শুনিয়া যতদূর আনন্দিত হইয়াছিলাম, ডিপজিটের কথা শুনিয়া ততদুর চিন্তিত হইলাম; কি করি, চিন্তিত হইয়াও তাঁহার নিকট স্বীকার হইয়া আসিলাম। বাটী আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম 'তোমার সমস্ত গহণাগুলি আমাকে দিতে হইবে' স্ত্রী চাকরীর কথা শুনিয়া তাহাতে কোন অমত করে নাই, কিন্তু একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল, আমি সেই গহণাগুলি লইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হাজার টাকায় বন্ধক দিলাম, এবং টাকা লইয়া চাকরিতে নিযুক্ত হইলাম। সেই 'চাকরি' বৎসরাবধি

করিয়া দেখি যে, গাড়িভাড়া ও জলখাবারের খরচ বাদে অতি স্বল্পমাত্র যাহা থাকে, তাহাতেই এক রকম কায়ক্লেশে, দিনপাত হয়। দেনা পরিশোধের কোন উপায় দেখিতে পাই না; বড়ই ভাবিত আছি, এক্ষণে কি করি!

গুরুদেব শিষ্যের অতিশয় কষ্টের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, বাপু! আমি তোমায় একটী কথা বলিব, শুন্‌বে কি?

শিষ্য। আপনি আমার গুরুদেব, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে আমার সততই মঙ্গল হইতে পারে; ভবার্ণবে গুরুই ত্রাণকর্ত্তা, গুরুই সার বস্তু ও দুর্ল্লভ, অতএব আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য।

গুরুদেব বলিলেন, তবে বলি, শুন।

শিষ্য বলিলেন, বলুন।

গুরুদেব। আমার অভিপ্রায় যে, তোমাকে কৃষিকার্য্যে ব্রতী করি, তাহা কি তুমি পারিয়া উঠিবে?

শিষ্য। আপনার পাদপদ্মে ভক্তি থাকিলে, আমার সকল কার্য্যই সাধন হইতে পারে, বিশেষ আপনি যখন অনুমতি দিতেছেন, তাহাতে আমার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, কিন্তু কার্য্যটী আমাদের সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় ও লজ্জার কথা।

গুরু। সে কি বাপু! কৃষিকার্য্য কি নিন্দার কাজ? যে কৃষিকার্য্য দ্বারা অনন্ত সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, তাহা যে নিন্দার কাজ এ কথা তোমায় কে বলেছে?

শিষ্য। কেন, অনেকেই ত বলিয়া থাকেন যে, কৃষিকার্য্যটা "চাষার কর্ম্ম"।

গুরু। ও কথা এখনকার নব্য বাবুরাই বলিয়া থাকেন। তুমি কি কখন আমাদের পুরাকালের ভাল ভাল পুস্তক পাঠ কর নাই? তাহাতে যে লেখা আছে, 'মহা মহা মাননীয় রাজা রাজড়া ও ঋষি-তপস্বীরা পর্য্যন্তও কৃষিকার্য্য করিয়া গিয়াছেন', তাহাতে কি তাঁহারা নিন্দার ভাজন হইয়াছিলেন? পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ লোকেই, কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। এই দেখ এক জন কবি কি বলিয়াছেন, "কৃষি ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ"। তাই বলিতেছি যে, তুমি কৃষিকার্য্যেই ব্রতী হও।

শিষ্য। দেব! আমি কৃষির বিষয় কিছুই অবগত নহি, তবে কোন কোন ইংরাজি ও বাঙ্গলা গ্রন্থে কৃষির বিষয় পাঠ করিয়াছি মাত্র।

গুরু। তাহাতে তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি কৃষির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছি, ক্রমে ক্রমে তোমাকে সমস্তই জ্ঞাত করাইব।

শিষ্য। তবে আপাতত কিছু কিছু কৃষি বিষয়ের কথা বলুন দেখি।

গুরু। আমি বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিয়া, আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন কৃষকের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সে অস্বীকার হওয়ায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভাবিলাম, যাহাতে কৃষিকার্য্য ভালরূপে শিক্ষা করিতে পারি, তাহাই করা শ্রেয়। এই ভাবিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে উদ্‌যোগী হইয়া, যেখানে কৃষি বিষয়ের উন্নতি দেখিতে পাই, সেই স্থানেই কিছুদিন অবস্থিতি করি, এবং কৃষকদিগের সহিত মিলিত হইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে থাকি,

একারণ অনেক রকম কৃষিবিদ্যা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা সমস্ত উল্লেখ বা বর্ণনা করিতে হইলে, অনেক সময় সাপেক্ষ। সময়ানুসারে তাহা সমস্ত বিশেষ করিয়া বলিব।

শিষ্য। আপনি যে যে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের কৃষকদিগের অবস্থা কিরূপ?

গুরু। তাহাদিগের অবস্থার কথা শুনিলে, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। তাহারা সহজে কাহারও দাসত্ববৃত্তি করিতে স্বীকার করে না; স্বাধীন ভাবে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ইহাই তাহাদের মনে ঐকান্তিক বাসনা। কোনদিন তাহাদের বাটীতে হঠাৎ আত্মীয় কুটুম্ব কি অতিথি আসিলে তাহারা উদ্বিগ্ন হয় না। কি সময়ে কি অসময়ে সকল সময়েই তাহারা এক কালীন পাঁচ ছয় শত লোকের আহারীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে পারে। যাহার কিছু না আছে, তাহার একটী ধানের গোলা, দুই একখানি লাঙ্গল, দুই চারিটী হেলে গোরু, দুই একটী গাভী, এবং দুই পাঁচ বিঘা জমীজরাতও আছে। সোণা ও রূপার অলঙ্কার, কি আমাদের দেশের মত ঘরের আসবাব, তাহাদিগের কিছুই নাই। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, ইহাই তাহারা চিরদিন ব্যবহার করিয়া থাকে, এই কারণ তাহারা কোন কষ্ট পায় না; ফল কথা, আমাদের অপেক্ষা তাহারা সুখী।

শিষ্য। কৃষিকার্য্য করিলে তাহাতে যদি কোন কারণ বশতঃ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে কৃষকদের জীবিকা নির্ব্বাহ কি প্রকারে হয়?

গুরু। তুমি কি কখনও শুন নাই যে, কথায় বলে,

"ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোণা" সম্পূর্ণ শস্য না জন্মিলেও তথাচ কৃষিকার্য্য ভাল।

গুরুদেবের কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া শিষ্য বলিলেন, দেব! এক্ষণে কি প্রকারে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহাই বলুন।

গুরু। প্রথমে, দূরের জমীগুলি অন্যকে বার্ষিক হারে জমা ধরাইয়া, বাটীর নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী সন্নিকট ভাল উর্ব্বরা জমীগুলি রাখিয়া দিবে। কেননা সম্মুখের জমা নিয়তই সকলের চক্ষে পড়িবে, ইহাতে শীঘ্র কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কথায় বলে "দূরের সোণা নিকটের লোণা" অর্থাৎ দূরের সোণা অপেক্ষা নিকটের লোণা জমীও ভাল।

তৎপরে জমীর চতুষ্পার্শ্বে বেশ মজবুত করিয়া (কচা পুতিয়া) বেড়া দিবে; যথা,—ভ্যারাণ্ডার ডাল, মাদারের ডাল, চিতা, মোন্সার ডাল, ইত্যাদি।

শিষ্য। বেড়া না দিয়া আবাদ কি হয় না?

গুরু। বেড়া না দিলে, কোন রূপেই ফসল রক্ষা করিতে পারা যায় না। সাধারণত এই একটী কথা প্রচলিত আছে যে, "চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া" তাই বলিতেছি যে, বেড়া না দিয়া চাষ করিলে সমস্তই তুচ্ছরূপ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে, অনেকে বেড়া না দিয়াও ফসল করিয়া থাকে।

গুরু। তাহার কারণ এই যে, যে জমীতে বার মাস ফসল উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে বেড়া দেওয়া আবশ্যক। আর যে জমী (মর-

দানে) ধান্য গম, পাঠ, সরিষা ইত্যাদি ফসল হয়, তাহাকে বেড়া না দিলেও চলিতে পারে। যে হেতু গোরু, ছাগল ও ভেড়া ছাড়িয়া দেওয়া প্রায় সকলে বিধিপূর্ব্বক বন্ধ করে ও কৃষকগণও সতর্কভাবে থাকিয়া ফসল চৌকি দিতে থাকে, সুতরাং বেড়ার তত আবশ্যক হয় না—হইলেও ময়দান ঘেরা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মেলাকাল বলিয়া, এই সময় গৃহস্থেরা আপন আপন গোরু ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং বার-মেসে ফসলের বিশেষ অনিষ্ট হইতে থাকে। তাই বলেতেছি যে, জমীর চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ ডাল পুতিয়া দৃঢ় ভাবে বেড়া দেওয়া হইলে, তৎপরে লাঙ্গল দিয়া চাষ আরম্ভ করাই শ্রেয়।

শিষ্য। লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া কোদালের দ্বারা, চাষ কি হইতে পারে না?

গুরু। তা, কি হইয়া থাকে বাপু! কথায় বলে "উপাস করে ধর্ম্ম, আর কোদাল পেড়ে চাষ"। শুদ্ধ উপাস করিয়া ধর্ম্ম হয় না, ও কোদাল পাড়িয়াও চাষ হয় না।

শিষ্য। কেন, আমি অনেক স্থানেই ত কোদাল দিয়া চাষ করিতে দেখিয়াছি!

গুরু। সে দুই এক কাঠায় হইতে পারে। বেশী জমী কোদাল দিয়া চাষ করিতে হইলে অনেক খরচা পড়ে।

শিষ্য। কেবল মাটীখুড়িয়াই বীজছড়াইলে ফসল হয় কি না?

গুরু। বিনা আবাদে ফসল হয় না।

শিষ্য। মাটী কয় প্রকার এবং তাহার গুণাগুণ কিরূপ?

গুরু। মাটী অনেক প্রকার আছে, তাহা সমস্ত বর্ণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শুন।

যথা;—(১ম শ্রেণী) পলিমাটী, (২য়) বোদমাটী (৩য়) পাঁকমাটী,। বালিডাসা, বালি দুধে, বালি সরাণি, বালি ফুসো, বালি কাঁকুরে, কালপাণ্ডব, লালপাণ্ডব, এইগুলি পলির অন্তর্গত। এটেল দুধে, এটেল ছেইয়ে, এটেল কড়ে, এটেল লোণা, এটেল মাকড়া, এটেল পাতুরে, এইগুলি বোদের অন্তর্গত। দো-আঁশ, এইটি পাঁকের অন্তর্গত।

উপরোক্ত মাটী সকল পৃথিবীর সকল স্থানেই আছে। প্রত্যেক মাটী বাছাই করিয়া আবাদ করিলে উহাদের গুণাগুণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মাটী না চিনিয়া আবাদ করেন বলিয়া ফসলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন না। ঐ সকল মাটী কিরূপে ঠিক করিতে হয়, এবং উহাতে কিরূপে সার মিশ্রিত করিতে হয়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। পৃথক্ পৃথক্ মাটীতে পৃথক্ পৃথক্ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাটী বিবেচনায় উদ্ভিদ বিবেচনায় সার ব্যবহার করাই বিধেয়, এ কথা অন্য সময়ে বিশেষ করিয়া বলিব।

শিষ্য। মাটী সকল কিরূপে ঠিক করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। শাক শব্‌জি ইত্যাদির চাষ করিতে হইলে, জমীতে লাঙ্গল দিয়া এমত ভাবে দড়ি ফেলিতে হইবে যে, জমিটী যেন একদিকে সামান্য ঢালু বা গড়ানে হয়। ঠিক মত ঢাল মানাইয়া বা উচু নিচু গুলি মাটী চালিয়া ভরাট করিয়া দিলে তাঁহাতে জলবদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, এবং ফসল করার পূর্ব্বে জমীতে মাসে মাসে চাষ দিতে হইবে।

শিষ্য। মাসে মাসে না দিয়া ফসল করিবার সময় এক দিনে সমস্ত চাষ দিলে চলে না কি?

গুরু। মাসে মাসে চাষ না দিলে আবাদ তত ভালরূপে হয় না। কারণ জমীতে ঘাস উৎপন্ন হইলে, আবার তাহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ঘাসের মূলদেশ মাটীতে সংলগ্ন হইয়া গাইলে বাছাই করিতে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ। তজ্জন্য বলিতেছি যে, মাসান্তে অন্ততঃ একবারও চাষ দেওয়া বিশেষ। আর একটি কথা, মাটী যত নাড়া চাড়া করিবে, ততই তাহার তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; কেননা, জল বায়ু ও শিশির তাহাতে সমভাবে প্রবেশ করে। আর যত জঙ্গলে পুরিয়া যাইবে, ততই তাহার তেজের হ্রাস হইতে থাকিবে। উদ্ভিদের এমন শক্তি আছে যে, জমীর যত রস কষ থাকে, তাহা ক্রমশঃ শোষণ করিয়া ফেলে, সুতরাং শুষ্ক জমীতে কিরূপে ফসল উৎপন্ন হইবে?

শিষ্য। আমি কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে করিয়াছি যে, যে জমী কিছুকাল গরআবাদি হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার শস্য উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ কি ঠাকুর?

গুরু। হ্যাঁ, জমী বিবেচনায় তাহাও হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, মাঠের মধ্যে যদি কোন নিম্ন জমিতে উচ্চ জমীর সার পদার্থ সকল জল দ্বারা ধৌত হইয়া ভরাট হয়, তাহা হইলে ঐ নিম্ন জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে, এবং তাহাতে ফসলও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে; উচ্চ জমী পতিত থাকিলে ক্রমশঃ তাহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি যে, মাটীর সহিত সার মিশ্রিত করিয়া দিলে গাছ সকল শীঘ্র ফলবান ও তেজস্কর হইয়া উঠে, সেই সার কয় প্রকার, এবং কি কি?

গুরু। বেশ! বেশ! এ কথাটা আমার এতক্ষণ মনে ছিল না বাপু! তাই বলেতেছি যে, তোমাকে কৃষিকার্য্য শিখাইতে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না, যে হেতু তুমি লেখা পড়া জান। হাতে হেতেড়ে কর নাই বটে, কিন্তু অনেক রকম পুস্তকেও কৃষির বিষয় পাঠ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে যে বিষয় প্রশ্ন করিলে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন। যথা,—গোময় সার, ভেড়ির নাদী সার, শূকর বৃষ্ঠা সার, মনুষ্য বৃষ্ঠা সার, হাতির নাদি সার, ঘোড়ারনাদি সার, রেড়ির খইল সার, সরিষা মসিনা তিষির খইল সার, ঘুটের ছাই সার, কাষ্ঠের ছাইসার, নানাবিধ পাতা পোড়া ছাই সার, কাষ্ঠ পচা সার, নানাবিধ পাতাপচা সার, মাচপচা সার, তৃণপচা সার, নিলের সিটি পচা সার, নানাবিধ জন্তু পচা সার, হাড়চূর্ণ সার, ধানের চিটে সার, পোড়ামাটী সার ইত্যাদি সার সকল জমী ও ফসল বিবেচনায়, পরিমাণ মত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা কার্য্যানুসারে বলিয়া দিব।

শিষ্য। দেব! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি কৃষি বিষয়ে বেশ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, আমি যে বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা করি, তাহাই আপনি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, এ কারণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতেছি।

গুরু। হ্যাঁ বাপু, আমার যে কথাটা স্মরণ হইবে না, তাহা যদি তুমি মনে করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমিও বিশেষ আহ্লাদিত হইব।

শিষ্য। তবে, এই কথাটা বলুন দেখি যে, বীজ সকল কিরূপ প্রণালীতে সংগ্রহ করিলে শস্যের কোন হানি হইবে না।

গুরু। বীজের বিষয় সমস্ত বলিতে হইলে অনেক সময়ের আবশ্যক করে। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, অনেকেই কৃষি কার্য্য করিয়া তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয়েন না, যত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সমস্তই তাঁহাদের বিফল হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, প্রথমে বীজ সকল কি প্রণালীতে উত্তোলন করিতে হয় এবং কি প্রণালীতে রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে তাহা নষ্ট হইবে না, কি কোন্ সময়ে কোন্ গাছের বীজ বেশী ফলোপধায়ক হইবে, ইত্যাদি বিশেষ রূপে তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। সুতরাং ভবিষ্যতে আশায় নৈরাশ হইয়া, অন্যের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। বীজ-বিক্রয়-কর্ত্তারা যদি ঠিক প্রণালীতে বীজ সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকদিগকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকটে এতাদৃশ মন্দ বা কটু কথা শুনিতে হয় না।

কৃষিপ্রণালী বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হইলে অগ্রে বীজ সংগ্রহ ভালরূপে শিক্ষা করা উচিত।

বীজ সংগ্রহ নানা রকম প্রণালীতে হইয়া থাকে। যথা,—বড় বড় গাছের বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, যে গাছের অগ্রভাগে যে সমস্ত শাখা প্রশাখা (বা ডগা) আছে, এবং সেই সকল শাখা প্রশাখা জল, বায়ু, শিশির ও রৌদ্র সমভাবে পাইয়াছে কিনা, কিম্বা পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষের ছায়া পতিত হইয়া তাহাতে আওতা লাগিয়াছে কিনা, এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ, যে গাছের শাখা প্রশাখা জল, বায়ু, শিশির ও রৌদ্র সমভাবে না পাইয়াছে, তাহার বীজ সংগ্রহ করিলে, তত ফলোপ-

ধারক হয় না ; কারণ, ঐ বীজের চারা হইয়া ফলবতী হইলে, সেই ফল নানা রকম হইয়া আস্বাদনে তফাৎ হইয়া যায়। আর এক কথা,—যে গাছ উপরোক্ত দোষযুক্ত হয়, সেই গাছ ফলবান্ হইতে অধিক সময় লাগে, এবং কোন কোন গাছ রাঁড়া (অর্থাৎ ফলশূন্য) হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে গাছ সম্প্রতি ফলবান হইয়াছে, আর্থাৎ (নূতন গাছের) বীজ অপেক্ষা (সাধারণ কথায়) যাহাকে মধ্যম শ্রেণীর গাছ অর্থাৎ (যুবা গাছ) বলে, সেই গাছেরই বীজ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া চারা করিতে পারিলে, অনেকাংশে ভাল হইয়া থাকে ; যে সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়, তাহাকেই (Mother plant) অর্থাৎ "বীজ গাছ" কহে।

শিষ্য। আপনি ইংরাজীভাষা কিছুদিন পাঠ করিয়াছিলেন কি ?

গুরু। যখন আমি দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য, দুই চারিখানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। কেননা, অনেক উদ্ভিদের নাম ইংরাজী ভাষাতেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

শিষ্য। বেশ! বেশ! তবে আমার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল। এক্ষণে অন্য প্রকার বীজ সংগ্রহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। আচ্ছা, তাহাই বলিতেছি। ছয় মাস হইতে এক বৎসর কাল যে সকল গাছ স্থায়ী হয়, তাহার বীজ সংগ্রহ করিবার নিয়ম। যথা,—লাউ, কুমড়া, সিম, বেগুণ, পুঁই, ঢ্যাঁড়স, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গা, তরমুজ, খরমুজ খেঁড়, কাঁকুড়

ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, নিটোল, বড় অর্থাৎ নিখুঁৎ (ফলের সেরা যে ফল) তাহারই বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

উল্লিখিত গাছ সকল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবিত থা.ক. অবধি, ঐ সময়ের মধ্যে উহারা তিনবার (বা তিন দফা ফুল ফল প্রসব করে। প্রথম বারে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ সংগ্রহ করিলে, তত ফলোপধায়ক হয় না. কারণ, ঐ বীজের চারা উৎপন্ন হইলে, অতি স্বল্পকাল মধ্যে মরিয়া বা শুষ্ক হইয়া যায়। যদিও কোন প্রকারে উহাদিগকে কিছুদিন জীবিত রাখিতে পারা যায়, কিন্তু একবার কি দুইবার সামান্য ২।৪টি ফল প্রসব করিয়া অবিলম্বে নিঃশেষিত হয়, এবং ফলেরও আস্বাদন অন্যপ্রকার হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বাে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চারা করিবা যোগ্য। কেননা, এই সময় গাছ সকল পূর্ণ যৌবন প্রাং হইয়া অতিশয় তেজস্কর হইয়া উঠে। উহারা যেমন সময়া নুসারে তেজ ও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ফলগুলিও তদনুযায়ী গুণ প্রাং হয়, সুতরাং বীজ সকল বেশ সাঁসাল ও পরিপক্ক হইয়া সর্ব গুণে ভূষিত হইয়া থাকে। যে জমিতে যে প্রণালীতে রোপণ করা যাউক না কেন, প্রায় উহারা বিনষ্ট হয় না। তৃতীয় বারে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বীজে চারা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু চারাগুলি তদ্রূপ তেজস্কর ও পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয় না; যদিও উহাদিগকে কোন প্রকারে খাড়া করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতি সত্বরেই বহুসংখ্যায় ফল প্রসব করে; কিন্ত ফলগুলির দুর্দ্দশা দেখিলে হতাশ্বাস হইতে হয়। কোন

কাণা, কোনটি কুঁজা, কোনটি পোকাধরা, ইত্যাদি নানা দোষে দূষিত হওয়ায়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং গাছ সকলও বেশী দিন জীবিত থাকে না।

শিষ্য। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, গাছের যৌবন অবস্থায় যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

গুরু। হাঁ, বাপু! বেশ বুঝিতে পারিয়াছ; তবে আবার বলি শুন। তিনমাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত যে সকল শাক শবজি স্থায়ী হয়; যথা—চাঁপানটে, পদ্মনটে, ডেঙ্গ, পালম, বিট্-পালম, পিড়িং, মেথি ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমে একবার ডগাগুলি কাটিয়া ব্যবহার করা উচিত। তৎপরে পুনর্ব্বার গজাইয়া উঠিলে, তাহাতে যে বীজ উৎপন্ন হইবে, সেই বীজ পর বৎসরের জন্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অনেকে তাহা না করিয়া ইচ্ছামত ৪।৫ বার ডগা কাটিয়া ব্যবহার করার পর, বীজ সংগ্রহ করেন, সুতরাং তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে ফল প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গাছের যৌবন অবস্থায় যে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফল এবং বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও তেজস্কর।

যে কোন বীজ হউক না কেন, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি ভালরূপে পরিপক্ক হইয়াছে কি না, (যদি হইয়া থাকে) সেই সময় গাছ সহিত উত্তোলন করিয়া, কি কেবল বীজগুলি তুলিয়া, পরিষ্কার করত ২।৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করা উচিত। তৎপরে, মৃত্তিকাপাত্রে, কি বোতলে, বা শিশিতে, কি কাষ্ঠের বাক্সে কি টিনের কোনরূপ পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু বীজগুলি কোন পাত্রের ভিতর

পুরিব্বার সময়, যেন গরম অবস্থায় না থাকে। কারণ, ঐ গরম উত্তেজিত হইলে, বীজগুলির অন্তরে ফাটিয়া যায়, সুতরাং চারা উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষমতা থাকে না। তৎপরে ঐ পাত্রগুলির মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করা আবশ্যক। কেননা, তাহাতে কোনরূপ দুর্গন্ধ ও শীতল বায়ু প্রবেশ করিলে, বীজগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যে পাত্রে বীজগুলি স্থাপন করিতে হইবে. সেই পাত্রটি যেন বীজগুলির পরিমাণ মত হয়।

শিষ্য। বীজ সমূহের পরিমাণমত পাত্র না হইলে, কি দোষ হয়?

গুরু। ঠিক্ পরিমাণমত না হইলে, (পাত্র খালি থাকিলে) বীজগুলি অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হইতে পারে। আর পরিপূর্ণ থাকিলে, চাপবশতঃ বীজগুলি আপনা হইতেই গরম হইয়া ভাল থাকে। কিন্তু বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া, কোনমতে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; প্রতি মাসে দুইবার কি তিন বার অন্ততঃ একবারও বীজগুলিকে রৌদ্রে দিয়া, পুনর্ব্বার উপরোক্ত প্রণালীমত রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উহাদিগকে নিয়মমত সমশীতলে রক্ষা করিতে পারিলে, কোন কোন বীজ (অর্থাৎ যে বীজের খোসা মোটা এবং শাঁস অল্প তাহারা) ২।৩ বৎসর থাকিলেও তাহাদের চারা-উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস হয় না। এবং কোন কোন বীজ ২।৩ বৎসরের পুরাতন হইলে, নূতন অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হয়। যথা,—বাঁধাকফি, ওলকফি, মুলা, সিলেরি ও সালগাম।

আর এক কথা,—বীজগুলি উত্তোলন হইতে বপন পর্য্যন্ত তাহাতে যেন কোনরূপে জলবিন্দু না লাগে; এবং সংগ্রহ

করিবার সময় আউস এবং আমন দুই প্রকার বীজ বিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রহ করা উচিত।

শিষ্য। আউস এবং আমন বিবেচনা না করিয়া বীজ সংগ্রহ করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া পড়ে, শেষে অসাবধানতা প্রযুক্ত বিপরীতভাবে (বা উল্‌টাপাল্‌টায়) বপন করিলে বৃথা বপন করা হয়। গাছসকল নিস্তেজ হয়, এবং ফলও তদ্রূপ ভাল হয় না; তজ্জন্য বীজের পাত্রের গায়ে সন, মাস ও নাম লিখিয়া রাখা উচিত।

শিষ্য। আউস এবং আমন কাহাকে বলে?

গুরু। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাকে "আউসে ফসল" বলে, আর কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাকে "আমনে ফসল" বলে।

শিষ্য। দেব! আপনার বীজ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে উহাদিগকে কিরূপে বপন করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। বীজ বপন করিবার সময় অগ্রে দেখা উচিত যে, কোন্ সময়ে কোন্ বীজ বপন করা বিধেয়। যাহারা যে সময়ের উপযোগী, তাহাদিগকে সেই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। এ কথা বারমাসের তালিকায় বিশেষ করিয়া লিখিত আছে; তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবে।

যে স্থানে বীজ বপন করিতে হইবে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে কোন গৃহের বা বৃক্ষের ছায়া সময়ে সময়ে পতিত হয় কি না, তাহা বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত হইয়া বীজ বপন করিতে হইবে। কেননা, স্থানটি উক্ত কারণ বশতঃ শিশির, রৌদ্র ও বায়ু

সময়ে সময়ে না পাইতেও পারে, এবং তাহাতে বীজ বপন করিলে, উত্তমরূপে ফল পাওয়া যায় না। এ কারণ, যে স্থানটী ঐ ত্রিবিধ পদার্থ উত্তমরূপে ভোগ করিতে পায়, সেই স্থানটী বীজ বপনের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তবে যে সকল বীজ বেশ পরিপক্ক হইয়াছে, তাহারাই যদি, কোন প্রকারে ঐ দোষী স্থান হইতে ২।৪টী চারা উৎপাদন করে।

শিষ্য। দেব! পূর্ব্বে আপনি পুষ্করিণীর নিকট চাষের জমি রাখিতে বলিয়াছিলেন কেন?

গুরু। এ কথাটা বুঝিতে পার নাই বাপু! জল একটী জগতের প্রধান জিনিষ,—বিশেষ কৃষিকার্য্যে জল না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না। জলাভাবে শস্যের যেরূপ হানি হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কৃষকগণ চাষ করিয়া জলের জন্য নিয়তই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া, কাতর ভাবে ভগবান জলধরকে ডাকিতে থাকে। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুষ্করিণী বা জলাশয়ের সন্নিকটে ভাল উর্ব্বরা জমিতে চাষ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি কোন সময়ে জলের আবশ্যক হইয়া পড়ে; তাহা হইলে ঐ জলাশয়ের জল কোন প্রকারে লইয়া কতক পরিমাণে ফসল রক্ষা করিতে পারা যায়। অতএব জলই কৃষিকার্য্যের একটী প্রধান সহায়।

শিষ্য। তবে কোন্ মাসে কোন্ ফসলের বীজ বপন করিতে, হইবে, তাহার তালিকা খানি দিন্।

গুরুদেব, বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কৃষিপ্রণালীর যে তালিকাখানি আনিয়াছিলেন, তাহা শিষ্যের হস্তে অর্পণ

করিলেন। পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। যথা,—

বৈশাখ।

হরিদ্রা, আদা, আম-আদা, এরারুট, সাঁক-আলু, চুবড়ি-আলু, গরাণে-আলু, হরিংপাল্লা-আলু, আল্তাপাটী-আলু, কুকুরজিবে-আলু, ঢোড়া-আলু, কাঠ-আলু, সর্ব্ব রকম গুঁড়িকচু মাঠকড়াই, দেশী ওল, অড়হর, টুমুর, পাঠ, ধঞ্চে, ম্যাস্তা, দেশী রেড়ি, চিকুরি, আউসে ঢেড়স, রকম রকম পেপে, আউসে মক্কা, দেশী কাপাস, চীনে ও দেশী নট্‌কান, হরেক রকম আউসধান্য, বড়ান আমনধান্য, পালা-সশা, পালা-ঝিঙ্গা, বরবটী ও ক্ষির কাকরোল, ধুন্দুল, রানতরাই, ভুঁয়েশসা, গমক, চিচিঙ্গে, আউসে লাউ, শাক (যথা,—কাঁচড়াদাম, চাপানটে, গয়লানটে, চীনের লাল), আউসে মুলা, হল্‌দা-লঙ্কা, ধানিলঙ্কা, সাহেব-নটে ও বিবি-নটে শাক।

জ্যৈষ্ঠ।

নানা রকম ছোট্‌না-আমনধান্য, আউসে বিলাতি কুমুড়া, সাঁচী-কুমুড়া, সিঙ্গে-ঝিঙ্গে, নবিলি, দেবধান্য, বাজরা, টুকি-কুমুড়া, তুম্বলাউ, শাক,—(যথা,—পাট, পয়নটে, পুনকানুটে, বাঁসপাতা-ডেংগো), দেশী এগপ্লেণ্ট-বেগুন।

আষাঢ়।

রামকলা, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, অনুপান, কাঁটালী, বিটজবা, কাঁচকলা, কাবেলিকলা ইত্যাদি নানা প্রকার শস্য দেশী সিম, (যথা—ঠক্‌নাচান, বাউইবাঁক, চারকোণা,

আল্‌তাপাটী, বাঘনখো, জামাইপুলি, ঘিকলা, ঘৃতকাঞ্চন, নানা রকম সাদা চ্যাপটা, সাদা পটুলি, কালপটুলি, বাইন-তোড়া, মাথমসিম ইত্যাদি)।

শ্রাবণ।

নানা রকম ছোট বড় মাঝারি বাঁধা কপি, আর্লি, হাপ-আর্লি ও লেট ফুলকফি, ওলকফি গ্রিন ও পর্‌পোল, বরজে সাদা ও লাল পুঁইশাক, নানা রকম আমনে-বেগুন (যথা,—মুক্তকেশী, মাকড়া, সিঙ্গে, গুম ইত্যাদি), কাল ও মাষকড়াই, বিরিকড়াই, ঠিকরাকড়াই, পান (যথা—আসাম, দেশী সাচি, কর্পূরকাৎ, কোড়ে, ঢোলা, মিঠে, সাছি ইত্যাদি)।

ভাদ্র।

সাকরকন্দ ও রাঙ্গা-আলু, তামাক দেশী (যথা—হিংলী মতিহার, পানবোঁটা, কোঁচড়া, মান্ধাতা, গাছ-বিলাতি, বিদেশী হ্যাবেনা, কিউবা, ম্যারিল্যাণ্ড, কনেকটীকেট্, মেনিলা ইত্যাদি)।

আশ্বিন।

কালমুগ, সোণামুগ, গোল-আলু, ওলগুা, ভুড়ো ও সাচী-কড়াই, মানকচু ও মানগিরি ইত্যাদি।

কার্ত্তিক।

বিটপালম্, মিঠে পালম্, টকপালম্, সালগাম, গাজর, মূলা (যথা—এণ্ডা, স্বরতি, কাল ও দেশী বড়) সালাদ, সিলেরি, এণ্ডিব, অনিয়ন, দেশী পিঁয়াজ, পাটনাই পিঁয়াজ, হাতিচোক্, (আটীচোক্) অ্যাসপ্যারেগস্, পুদিনা, গাদিনা, লিক্‌ট্যাম্, সেজ্,

মারজোরম, হালিম, স্পিনেক.টেপারি, পার্সিলি, স্পিনেজ, চিনে কফি, লগা, কুসমফুল, পাটনাই রেড়ি. দেশী আনারস, চিনে আনারস, নানা রকম লঙ্কা, পেপর, সাদা ও লাল ছোলা, জব, গম, জোই, তিল, লাল সরিষা, মাষ্টার্ড, খেঁসারি, মুসুরি, মসিনা, চয়না, হালি ও ঘোড়ামুগ, ঢ্যাড়স, সিঙ্গেলাউ, ডেরাডুন লাউ, ধনে, মৌরী, রাঁধুনী, জোয়ান।

অগ্রহায়ণ।

শাক (যথা,—পিড়িং, শুলফা, মেথি, কন্কা, পদ্মনটে, খোসলা, চাঁপানটে), উচ্ছে, সাঁচীলাউ, তিলেলাউ, কিউকম্বর, পম্পকিন্, গারো-কুমুড়া, পটল, বিলাতি টমেটো, স্কোয়াস, ভেজিটেবেলম্যারো, সর্ব্বরকম মেজ, বিন, (যথা,—লাম্বমা, ওএঞ্জার, রেড ও হোয়াইট বুস ইত্যাদি) সর্ব্ব সকম পিজ, (যথা—বুলু স্পিরিএল, লার্জ ম্যারোফ্যাট, ব্যালাক-আই ম্যারোফ্যাট, ভিক্টোরিয়া, আর্লি ইত্যাদি), গ্র্যাস, (যথা,—লুসারন, ক্লোবর, গিনি, চায়না, লন ইত্যাদি ঘাস)।

পৌষ।

দেশী টকবেগুণ, বেথশাক, মুড়কি-বেগুণ, বোরধান্য, সোণামুখি ওল।

মাঘ।

চৈতে-শসা, কাঁকুড়, ফুটি, নানা রকম তরমুজ, খরমুজ, খেড়, খিরে, বারপাতা ধুঁধুল ও ভূয়ে-ঝিঙ্গে, বারপাতা-কুমড়া, পুলি-বেগুন হেঁড়ে-পুঁই-শাক।

ফাল্গুন।

সিঙ্গে ও গিগে-করলা, সাদা ও কাল হোঁপা, ইক্ষু (যথা,—বোম্বাই, কাজলা, সামসাড়া, নূঙ্গি, পেরো ইত্যাদি) জলিধান্য।

চৈত্র।

মিষ্ট লালডাঁটা, মিষ্ট সাদা পদ্মডাটা, রকম রকম আউসে বেগুন, (যথা,—গাংনি, কুঁদো, গোলা ইত্যাদি)।

শিষ্য। তবে এইক্ষণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে, কি কি দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, তাহার ফর্দ্দটা লিখিয়া দিন।

গুরুদেব লিখিয়া দিলেন যথা,—লাঙ্গল, ফাল, জোল, আঁক্ড়ো, দড়া, পাচনবাড়ী, হাতবাড়ী, সমলে, জোতদড়ি, বিদেকাঠ ও কাঠি, কোড়া, (ছোট বড় মাঝারি) দাঁড়, কোদাল, খুসনি-কোদাল, খোন্তা, (ছোট ও বড়) নিড়ান, কাঠারি, কুড়াল, কাস্তে, হেঁসো, বড়গোছ ছুরী, মই, টোকা, ও গো পাতার ছাতি, আগুণের হাঁড়ি বা বেওনা, সারদড়ি, জলের টব, দিউনি ৩ খান, কলসি ২টা, ডাবরি ২টা, ঝুড়ি ৪টা, চুপড়ি ২টা, টিনের বোমা সরু ও মোটাধার ২টা, থোঁটা, মেচলা, খড়কাটা বঁটী, রাখাল ও কৃষক; আর যাহা বাঁকী রহিল তাহা উপস্থিত মতে বলিয়া দিব।

শিষ্য গুরুদেবের অনেক রকম কৃষি বিষয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, দেব! আপনি আমাকে কৃষির বিষয় যাহা সংক্ষেপে বলিলেন, তাহা আমি সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতএব আর শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নহে; যত সত্বরে সমস্ত আয়োজন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। ঢক্ষণে

একটী শুভদিনের স্থির করুন, আমি সেই দিন হইতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিব।

গুরুদেব বলিলেন, ভাল কথা বলিয়াছ বাপু! তবে আমিও একবার বাটী হইতে ফিরিয়া আসি, কারণ, দেখিতেছি যে, সমস্ত যন্ত্র ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্র করিতে প্রায় মাসাবধি লাগিতে পারে, এবং জমীও ঠিক্ করিতে, হইবে. এই সময়ের মধ্যে, বেশ আমি বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব; তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও না; এ বিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী থাকিবে। তবে একবার পঞ্জিকাখানি লইয়া আইস, শুভ দিনের স্থির করিয়া রাখিয়া যাই। আমি ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইব।

শিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, পঞ্জিকা আনয়নপূর্ব্বক গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিকা পাঠ করিয়া শুভদিনের স্থির করিলেন, যথা,—"৬ই ফাল্গুন রবিবার শুক্লপক্ষে হলারম্ভ করিবার শুভ দিন।"

শিষ। বেশ দিন স্থির হইয়াছে।

গুরু। স্থির হইল বটে, কিন্তু সোমবার হ'লেই ভাল হইত, কেননা, কথায় আছে যে, "সোম শুক্ররে চাষ, বুধ বৃহস্পতিতে বাস"।

শিষ্য। এক্ষণে হলারম্ভ রবিবারেই হউক, বীজ বপনটা না-হয়, সোম শুক্র দেখিয়া আরম্ভ করিব। আমার পক্ষে রবিবার হলেই ভাল হয়।

গুরু। বেশ বলিয়াছ বাপু! তবে অগ্রে জমিটা ঠিক্ করা উচিত।

শিষ্য। একখানি লাঙ্গলে কত বিঘা চাষ হইতে পারে?

গুরু। কম বেশী ১০ বিঘা।

শিষ্য। এক বিঘা জমির পরিমাণ কত?

গুরু। দীর্ঘে প্রস্থে বাং ৮০ হাত, ইং ১৪৪০০ স্কোয়ার ফিট। বুঝিতে পারিলে কি?

শিষ্য। পারিয়াছি।

গুরু। তবে আমি আর বিলম্ব করিব না, কল্যই বাটীতে গমন করিব। তুমি কোনরূপে নিশ্চিন্ত থাকিও না, নিয়তই উন্নতির চেষ্টায় থাকিবে।

শিষ্য। আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী যে জমিটী আছে, তাহা চাষ করিবার উপযুক্ত কি না, আপনি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয় না?

গুরু। তবে চল কেমন জমি দেখিয়া আসি।

শিষ্য, গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া, চাষের জমি দেখাইলেন। গুরুদেব জমি দেখিয়া বলিলেন, এ জমিখানি মন্দ নয় বাপু! প্রায় ১০ বিঘা হইতে পারে, মাটীও নানা প্রকার আছে। এমন জমী কি ফেলিয়া রাখিতে হয়? এতে টাকায় টাকা উঠিবে—সোণা ফলিবে। তবে আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, ইহাতেই জন লাগাইয়া ঠিক্ কর।

গুরুদেব এইরূপে শিষ্যকে কৃষিবিষয়ের নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গুরু, শিষ্য, কৃষক ও রাখাল।

পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিষ্য অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রদান করতঃ, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, দেব! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত?

গুরু। হাঁ, বাপু! তোমরা সকলে ভাল আছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলে প্রাণগতিক ভাল আছি।

গুরু। এক্ষণে কৃষিকার্য্যের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, প্রায় সমস্তই হইয়াছে, দুই একটী যাহা অভাব আছে, তাহা বোধ হয়, কল্যই ঠিক্ হইয়া যাইবে।

গুরু। তবে আর বিলম্ব করিও না, "শুভস্য শীঘ্রং" শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আর বিলম্ব করিব না, আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন করুন।

গুরুদেব শিষ্যের বাক্যানুসারে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, সাময়িক নিত্যকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। এ দিকে শিষ্য গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষার যথাসাধ্য আয়োজন করাইয়া, লাঙ্গলের জন্য, নিজেই কর্ম্মকারের বাটীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, লাঙ্গলখানি নির্ম্মাণ হইতে

অল্পমাত্র বাঁকী আছে, সুতরাং কর্ম্মকারকে বলিলেন, "কল্য আমার লোক আসিলে, নিশ্চয়ই তোমাকে লঙ্গাল-খানি দিতে হইবে; যদি না দাও বাপু, তাহা হইলে, আমার বড়ই ক্ষতি হইবে।" এই কথা বলিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

গুরু। তুমি কোথায় গিয়াছিলে বাপু?

শিষ্য। আমি লাঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারের বাটীতে গিয়াছিলাম।

গুরু। তৈয়ারী হইয়াছে কি?

শিষ্য। হয় নাই; সে বেটা বদমাইষী করিয়া বড় কষ্ট দিতেছে। বোধ হয়, কল্য দিতে পারে।

গুরু। কৃষক ও রাখালের ঠিক করিয়াছ ত?

শিষ্য। একজন বাগ্দী-কৃষক ঠিক করিয়াছি, কিন্তু রাখালের ঠিক করি নাই।

গুরু। তাহা কর নাই কেন?

শিষ্য। আমি মনে ভাবিয়াছিলাম যে, রাখাল নিযুক্ত করা, আপনাকে বলিয়া আপাতত বন্ধ রাখিব।

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! অগ্রে রাখাল, পরে কৃষক—রাখাল কৃষকের ডাইন হাত।

শিষ্য। মহাত্মন্! এ কথার ভাব আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না, আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। রাখালের দ্বারা চাষের অনেক কার্য্য হইবে। যথা,—মাঠে গোরু চরাইবে, এবং গোইল বিচালী ও জল আনিয়া যত্নপূর্ব্বক গোরুগুলিকে জাব দিবে, কৃষকের

তৈল, তামাক ও জলপান যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবে, কৃষক যখন তামাক ও জলপান করিবে, ঐ সময়ে রাখাল লাঙ্গলের জোতালে করিবে, আবার যদি জল আচরণে জাতি হয়, তাহা হইলে, কোন সময়ে বাটীতে ভদ্রলোক আসিলে, পান, তামাক ও জলখাবার আনিয়া দিতে পারে, এবং ঘড়া করিয়া পানীয় জলও তুলিতে পারে।

শিষ্য। আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী একঘর সদ্‌গোপের যে একটি ১৬।১৭ বৎসরের ছেলে আছে, তবে তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা ভাল; তাহারা আমার খাসের প্রজা, সেই জন্য বোধ হয়, খোরাক পোষাক ও সামান্য মাহিনা দিলে থাকিতে পারে।

গুরু। এ কথা মন্দ নয় বাপু! এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে! তবে তাহাকে এবং তাহার পিতাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দাও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলিয়া বাড়ীর দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন।

গুরু। আর একটা কথা বলিব, শুন্‌বে কি? কথাটা রহস্য-জনক বটে, কিন্তু অতিশয় ঘৃণিত। বলিবার উপযুক্ত না হইলেও কার্য্যোপলক্ষে বলা যাইতে পারে। সুতরাং শ্রোতার পক্ষে শ্রুতিকটু হইলেও, উচিত কথা বলিতে বাধা নাই।

শিষ্য। আপনি এত দিন নানা ভাবে নানা কথা বলিয়া আসিলেন, কিন্তু কোন সময়ে শঙ্কিত হইয়া কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে এ রূপ ভাব প্রকাশ করিবার কারণ কি?

গুরু। কারণ এই, তুমি যে, বাগ্দী কৃষকের স্থির করিয়াছ, তাহা ভাল হয় নাই। বাগ্দীদের দ্বারা চাষের কার্য্যে বড়ই

অসুবিধা ঘটিবে। তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্য দেখ নাই বাপু! তাহাদের আচার ব্যবহারের কথা, আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না; তাহা যদি শুনিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে, তুমি যে রাখালকে স্থির করিয়াছ, তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে, সেও বলিতে পারে।

শিষ্য। ঐ যে তাহারা আসিতেছে।

এমন সময় রাখাল ও তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাখালের পিতা নমস্কার পূর্ব্বক বলিল, বাবু! আমাদিগকে ডাকাইয়াছেন কেন?

বাবু। আমি তোমাদিগকে এই জন্য ডাকাইয়াছি যে, আমি নানা প্রকার চাষের কার্য্য আরম্ভ করিব; সেই জন্য একজন রাখালের আবশ্যক হওয়ায়, তোমার পুত্রটিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাতে তুমি স্বীকার আছ কি?

রাখালের পিতা বলিল, আমরা আপনার প্রজা; বিশেষ জাতিতে সদ্‌গোপ—চাষের কার্য্য আমাদের দ্বারা যেমন সুবিধা হইবে, তেমন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমি স্বীকার আছি—আমার ছেলেকে মাহি-আনা কত দিবেন বাবু?

বাবু। খোরাক, পোষাক, ও নগদ এক টাকা।

রাখালের পিতা বলিল, তাতে পোষাবে না বাবু!

বাবু। আচ্ছা, না হয় আর এক পয়সা জলপানী দেব।

রাখালের পিতা তাহাতেই সম্মত হইল।

গুরু। এইসময় উহাকে সেই বাগদীদের কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি!

শিষ্য। আচ্ছা, বলিয়া দেখি।

বাবু। আচ্ছা, দ্বারিক! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহা বিশেষ করিয়া বল্‌তে পার কি?

দ্বারিক। কি কথা বাবু!

বাবু। আমি একটী বাগ্‌দী-কৃষকের স্থির করিয়াছি, বাগ্‌দীরা কি ভাবের লোক এবং তাহাদের দ্বারায় চাষের কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারিবে কি না?

দ্বারিক। বাগ্‌দীদের কথা শুনিলে আপনি হেসে উঠ্‌বেন। বাগ্‌দীদের মধ্যে অনেকেই এমন লোক আছে যে, এক ঘণ্টা বেলা না হলে, বিছানা ছাড়ে না; বিছানা হতে উঠে, হুকা আগুন নিয়ে, তামাক খেতে খেতে, হাঁড়িতে পান্তাভাত আছে কি না, এই বলে, বোয়ের সঙ্গে খানিক্ষণ ঝগ্‌ড়া করে। যদি পান্তাভাত থাকে, তাহা হলে সে দিন সে রাজার সমান। তাই কথায় বলে যে, "পান্তাভাতে বাগ্দী রাজা" তার পরে পান্তাভাত একপেট সেঁটে, যাহা হয় একটা যন্ত্র হাতে করে, খালবিল হতে, কিছু না কিছু, মাছ ধরে আনে; কাদা মেখে ভূত হয়ে এসে, সেই মাছকটা বৌকে দিয়ে বাজারে বিক্রী কর্‌তে পাঠিয়ে দেয়। সেই সময়ে তেলের ভাঁড় ঝেড়ে, এক আধ ফোটা তেল যাহা পায়, তাহা ঐ কাদার উপর মেখে, ঘরের কলসীর জল নিয়ে মাথায় গায় ঢেলে শেষ করে। কাপড় না থাকায়, গামছাখানা পরে, ভিজে কাপড়খানা শুখোতে দিয়ে, বৌ কখন মাছ বেচে পয়সা আন্‌বে, তাহার লেগে পথের দিকে চেয়ে থাকে। বৌ মাচ বেচে পয়সা আনলে, তাহা হতে দুই এক আনা নিয়ে

তাড়ি বা মদের দোকানে চলে যায়। তার পরে, মদ খেয়ে, দোকানদারের বা রাস্তার লোকের দুই চারটী ধাক্কা খেয়ে, বাড়ী এসে, কিছু গরম ভাত সেঁটে, বাপের বেটা, চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

গুরু। শুন্‌লে বাপু! ঘোষের পো যে কথাগুলি বলিল, কিছুই মিথ্যা নহে। এইরূপ উহাদের নিত্যকার কার্য্য, তবে উহাদের দ্বারায় একটী কার্য্য ভাল হয়।

শিষ্য। কি কার্য্য?

গুরু। রাত্রিরে চৌকিদারী।

শিষ্য। তবে কি হইবে গুরু!

গুরু। এখানে নিকটে কি মুসলমান নাই?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, অনেক আছে।

গুরু। তবে তাহাদেরই মধ্যে, যে কৃষিকার্য্য ভাল রূপে বুঝিতে পারে, তাহাকেই ডাকাইয়া নিযুক্ত কর।

শিষ্য গুরুদেবের মতানুযায়ী রাখালের পিতাকে বলিলেন, দ্বারিক! তোমাদের পাড়ায় মুসলমান চাষা আছে?

দ্বারিক। ঢের আছে বাবু!

বাবু। তুমি তাহাদের নাম জান?

দ্বারিক। আজ্ঞা, জানি।

বাবু। কে কে?

দ্বারিক। আব্বাস, রহিমন, বক্সু, জুম্‌নৈা, দিরে।

বাবু। উহাদের মধ্যে চাষের কাজ কে ভাল জানে?

দ্বারিক। দিরে, দিরে।

বাবু। তুমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পার?

দ্বারিক। আজ্ঞা পারি, সে আমাদের বাড়ীর পেছনে থাকে।

বাবু। তবে তাহাকে ডাকিয়া আন।

দ্বারিক। যে আজ্ঞা, তবে যাই।

ক্ষণেক পরে দিরু ও দ্বারিক আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিরু বলিল, সেলাম গো বাবু! মোকে কিসের লেগে ড্যাক্‌ছেন?

বাবু। এস, তোমার নাম দিরু?

দিরু। আগ্‌গা, হা মশাই!

বাবু। তুমি নাকি ভাল চাষের কাজ জান?

দিরু। তা, মুই কি করে বল্‌বো মশাই, খোদাই জানে।

বাবু। তবে আমি যে চাষ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি তুমি মন দিয়া কর বাপু! তাহা হইলে তোমায় রাখিতে পারি, তুমি কর্‌বে কি?

দিরু। মোর মেইনে পুষিলেই কর্‌ব।

বাবু। তুমি মাহিনা কত চাও?

দিরু। ঠিক্ বল্‌বো এ—ই সাড়ে চার টাকা; জাড়ের কাপড়, পাব্বুনি পয়সা, ত্যাল, জলখাবার লেবো, এ মুই ছাড়বা না—মেইনে মাসে মাসে ঠিক্ লেবো।

বাবু। আচ্ছা, তাহাই দিব।

দিরু। কবে লাঙ্গল জোড়্‌বো?

বাবু। কাল সকালে।

দিরু। সব হাল হেতের আন্‌চো গা?

বাবু। হাঁ।

দিরু। তবে সেলাম, কাল্ল আস্‌বো।

গুরুদেব কৃষিকার্য্যের ভালরূপ অনুষ্ঠান দেখিয়া, শিষ্যকে বলিলেন, বৎস্য! তুমি যে চাকর দুইটী নিযুক্ত করিলে, তাহা তোমার ভাগ্যক্রমে ভালই জুটিয়াছে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বাবু কর্ম্মকারের বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া লাঙ্গল আনাইলেন, এদিকে সেই সময়, দিরু ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিরু। সেলাম গো বাবু!

বাবু। দিরু এসেছ? খুব তো সকালে এসেছ!

দিরু। মোর রাতে কি ঘুম আছে। কৈ মোর হাল পোণ্যের জোগাড় কি কর্‌চো?

বাবু। তোমার কি কি চাই বল।

দিরু। চাড্ডি আলো চাল, গোটা দোচ্চার পাকা ক্যালা, গোটা দোচ্চার সন্দেশ, খানিক কাঁচা দুধ, একটু সিঁদুর, একটু চন্নোন্ আর যদি কোন ফল ফুরুলি থাকে, তা দ্যাও, একখানা ক্যালারপাতা, এক কল্‌সি পানী, গোটাকতক ফুল, চাড্ডি ব্যালপাতা, আর তোমাদের দুটো তোল্‌সী পাতাও দ্যাও, আর ঝা দেবা, তা দ্যাও।

বাবু সমস্ত দ্রব্যাদি আয়োজন করত, একখানি থালায় করিয়া দিলেন।

দিরু। কৈ মোর কাপড় গামচা আন্‌চো? মুই কি পুন্নো কাপড় পরে হাল পোণ্যে কর্‌বো গা?

বাবু একখানি নূতন কাপড় ও গামছা বাহির করিয়া দিলেন। দিরু নূতন কাপড় পরিধান করিয়া, হাসিতে হাসিতে

লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া, গুরুদেবকে বলিল, ঠাঁউর মশায় গো!
হাল পোণ্যে কত বেলায় কর্‌বো ?

গুরু। সওয়া প্রহরের পর, দেড় প্রহরের মধ্যে।

দিরু রাখালের দিকে দৃষ্টি করিয়া, চল্ রে ছোড়া সব লে, সময় হোয়ে পড়্ছে—ভুলেও যাই ছাই! বোলি ও ঠাউর সশাই! লাঙ্গল কোন্ ব্যাগো জোড়্বো? কোন্ ব্যাগো ছাড়্বো? কয় পাক মার্‌বো ?

গুরু। দাড়াও দাড়াও বলিয়া দিতেছি।

দিরু। ক্যাতাব দেখ্‌বা নাকি ?

গুরু। না রে না,—পূর্ব্ব মুখো হইয়া জুড়িবি, তার পরে সাড়ে সাত পাক চালাইয়া, উত্তর মুখে ছাড়িয়া দিবি। আর তুই যাহা নিয়ম জানিস তাহাও করিয়া নিস।

দিরু। তা মুই ভলবো না, সব কর্‌বো।

তৎপরে দিরু যথাস্থানে গিয়া গুরুদেবের কথামত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিল, এবং বলিল, মোর মেঠাই কোই ?

বাবু। এই নাও।

দিরু এইরূপে শুভদিনে শুভ-পুণ্যাহ শেষ করিয়া, মেঠাই লইয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেল।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষিকার্য্যের প্রথম মন্তব্য।

শিষ্য কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার কৃপাদৃষ্টিতে আমার সকল কর্ম্মই নির্ব্বিঘ্নে ক্রমশঃ সম্পাদন হইতেছে, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি। এক্ষণে আশু ফলপ্রদায়ক ফসল কাহাকে বলে এবং কি কি?

গুরু। আমার আশীর্ব্বাদে ত্বদীয় প্রার্থিত অবশ্যই ক্রমশঃ সিদ্ধ হইবে। আমি প্রাতমনে তোমাকে সকল বিষয়ই জ্ঞাত করিতেছি। সুতরাং তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি যে, আশু ফলপ্রদায়ক ফসলের কথা প্রশ্ন করিলে, তাহা সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে হইলে, অনেক সময়ের আবশ্যক করে, এবং তুমিও নূতন কৃষিকর্ম্মে ব্রতী হইতেছ, সুতরাং আমি যে গুলির দ্বারায় শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

আমি প্রথমে দেশী ফসল ছাড়িয়া, বিদেশীয় শাক শব্জীর কার্য্য আরম্ভ করি, যথা—নানা প্রকার বাঁধাকফি, ফুলকফি, ওলকফি, বিট, গাজর, সালগাম, সালাদ ও সিলেরি ইত্যাদি। ঐই সকল ফসল করিয়া, অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলাম। (এমন কি মহাজনের টাকার শুদ পর্য্যন্ত বেশী দিম দিতে হয় নাই) তাই বলিতেছি যে, তুমি প্রথমে বাঁধাকফির চাষ আরম্ভ কর।

শিষ্য। ব্রহ্মন্! আপনি কৃষিবিষয়ে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল বিষয়ই আপনার মুখাগ্র; অতএব আপনি যাহা স্থির করিলেন. তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

LARGE DRUMHEAD CABBAGE.

লার্জ ড্রমহেড বাঁধা-কফি।

গুরুদেব বলিলেন, ইহার বীজ, এ প্রদেশে জন্মেনা; এমেরিকা, ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং ইউরোপে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দানাপুর বা পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে সামান্য পরিমাণে জন্মে। কিন্তু এমেরিকার বীজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং আমিও অনেক সময়ে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

কফিসমূহের চাষ করিতে হইলে, যে জমিতে কফির আবাদ করিতে হইবে, সেই জমিতে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই পাঁচ মাস, প্রতিমাসে দুই দিন [দোয়ার] (অর্থাৎ ৪ বার করিয়া ২০ বার চাষ দিতে হয়)। পরে শ্রাবণ মাসের প্রথমে একবার চাষ দিয়া, জমির ঢাল একদিকে রাখিয়া মানান করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐ পাঁচ মাস, দুই দিন দুইবার [দোয়ার] (অর্থাৎ ৪ বার চাষ) ক্রমশঃ না দিয়া, যে কোন মাসেই হউক না কেন, এককালে ২০ বার চাষ দিলে, তাহাতে কি হয় না?

গুরু। না, বাপু! তাহা নিয়ম নহে,—কারণ, প্রতিমাসে দুইবার করিয়া জমিতে চাষ না দিলে, শিশির, রৌদ্র, জল ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ, নিম্নের মাটীতে রীতিমত প্রবেশ করিতে পারে না। মনে কর, তুমি কোন মাসে এককালে কোন জমিতে ২০ বার চাষ দেওয়াইয়া আসিলে, তাহার দুইমাস পরে, সেই স্থানে গিয়া দেখিবে যে, সেই জমির মাটী সকল ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া, ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ঘাষ জঙ্গল ইত্যাদিতে পুরিয়া গিয়াছে; সুতরাং ঐ চতুর্ব্বিধ পদার্থ, মাটীর অন্তরদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। মাটী যত চাষের দ্বারায় ভিতরের মাটী উপরে, উপরের মাটী ভিতরে দেওয়া যায়, ততই মাটীর চাপ সমস্ত ভাঙ্গিয়া ঐ চতুর্ব্বিধ পদার্থ উত্তমরূপে ভোগ করিতে থাকে। সেইজন্য প্রথা আছে যে, প্রতি মাসে ১৫ দিন অন্তরে জমিতে চাষ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এইরূপে সুপ্রণালীতে কিছুদিন জমির পাঠ করিতে পারিলে, উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া, জমিখানি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ফসলের বা কফি ইত্যাদির চাষের আদি কারণ বলিয়া প্রচারিত হয়।

তৎপরে, ঐ শ্রাবণ মাসে উপরোক্ত জমিতে প্রস্থে ১॥ ডেড়হস্ত অন্তর অন্তর ঢালের দিকে দীর্ঘে ঠিক্ সোজা ভাবে দড়ি ধরিয়া, ডাঁড়া বা ভাঁটী অর্থাৎ আইলমত করিতঃ সমস্ত জমি ঠিক করিতে হইবে।

শিষ্য। দেব! ডাঁড়াগুলি তুলিবার সময় উর্দ্ধ এবং পরিসর পরিমাণে কত হইবে?

গুরু। অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থে মুটম হস্ত হইবে।

শিষ্য। ডাঁড়া না তুলিলে কফির আবাদ কি হইতে পারে না?

গুরু। ডাঁড়া না তুলিলেও কফির আবাদ হয়, কিন্তু ডাঁড়া তোলা জমিতে যেরূপ আবাদ এবং জল সিঞ্চন করিতে সুবিধা হয়, সেরূপ ঢালা জমিতে হয় না; এবং নানা প্রকার অসুবিধা বশতঃ খরচা বেশী পড়ে।

শিষ্য। জমি একদিকে ঢাল করিয়া, ঢালের দিকে লম্বভাবে ডাঁড়া তুলিবার কারণ কি?

গুরু। কারণ এই যে, জল সিঞ্চনের পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। সিঞ্চুনি, কলসী বা কোন রূপ কল দ্বারা জমির উচ্চ দিকে জল ঢালিয়া বা সিঞ্চন করিয়া দিলে, প্রত্যেক ডাঁড়ার মধ্য স্থল বাহিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যায়, সুতরাং সামান্য জলেতে জমি আর্দ্র ও কার্য্য সমাধা হয় বলিয়া, খরচাও তত বেশী পড়ে না।

শিষ্য। ডাঁড়া তুলিবার সময় মাটী কোন্ স্থান হইতে আনিতে হইবে?

গুরু। তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে! ডাঁড়াগুলি নির্ম্মাণ করিবার সময় লম্ব ভাবে যে দড়ি ফেলিতে হইবে, ঐ দড়ির দুইপার্শ্বে মুঠমহস্ত করিয়া, যে জমি থাকিবে, তাহার মাটী কোদাল দ্বারায় চাঁচিয়া দুইদিকে অর্দ্ধাংশ পরিমাণে দড়ির উপর আইলমত করিয়া ফেলিয়া যাইতে হইবে। ডাঁড়াগুলি মুঠম হস্ত পরিসর এবং অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইবে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পার নাই বাপু! তবে অন্য প্রকার বলি শুন, ডাঁড়া তুলিবার সময় মুঠমহস্ত অন্তর অন্তর এক একটি টানা দড়ি ফেলিতে হইবে, ঐ এক মুঠমহস্ত জমির মাটী চাঁচিয়া ২য় মুঠম হস্তের উপরে ফেলিয়া সমস্ত ডাঁড়া ঠিক্ করিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ মুটমহস্ত জমির মাটী সকল উঠাইয়া অন্য মুঠম হস্তের উপর দিলে, সেই স্থানটি যে নালার ন্যায় হইবে!

গুরু। তাহা করাই, প্রধান উদ্দেশ্য।

শিষ্য। সেই নালা কত দিন থাকিবে?

গুরু। সে কথা এক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই, তাহা পরে বলিয়া দিব। এক্ষণে অন্য কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

উভয় ডাঁড়ার মধ্যস্থিত মুটম হস্ত, যে লোল জমি থাকিবে, উহাতে ডেড়হস্ত অন্তর অন্তর, অর্দ্ধ হস্ত স্কয়ার, নিম্নে অর্দ্ধ হস্ত গভীর, এক একটী খুবি বা মাদা (অর্থাৎ গর্ত্ত খনন) করিয়া, তাহাতে খইল প্রোথিত করিতে হইবে।

শিষ্য। কিরূপ প্রণালী ও কি পরিমাণ খইল প্রোথিত করিতে হয়, তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। খইল পুতিবার নিয়ম অনেক প্রকার আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, বহু সময় সাপেক্ষ। তজ্জন্য সংক্ষেপে কিছু বিবৃত করিতেছি।

কফির ক্ষেত্রে খইল প্রোথিত করিতে হইলে, এক বিঘা জমিতে ১২ হইতে ১৬ মোণ সরিষা বা মসিনা কি তিলের খইল দিতে হইবে, আর রেড়ির খইল দিতে হইলে ১১ হইতে ১৫ মোণ দিতে হয়।

শিষ্য। দেব! এক্ষণে কিরূপ মাটীতে কফির আবাদ করিতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। পলি, বোদ, দুধে-এটেল এবং দো-আঁশ মাটীতে কফির আবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মাটীতেও হইয়া থাকে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে দো-আঁশ মাটীর ব্যবস্থা বলিতেছি।

শিষ্য। প্রভো! একরূপ মাটীতে কম বেশী খইল পুতিবার নিয়ম কেন?

গুরু। যে জমি বৎসরাবধি (সনো-পতিত) পড়িয়া থাকে, সেই জমিতে কফির আবাদ করিতে হইলে, কম মাত্রায় খইল ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, জমির উর্ব্বরা-শক্তি তত হ্রাস হয় নাই। আর যে জমিতে ফাল্গুন মাসের প্রথম, চাষ দিবার পুর্ব্বে মাঘ, পৌষ ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাসে যদি কোন ফসল জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই জমিতে পূর্ণ মাত্রায় খইল ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ ঐ জমির উর্ব্বরা শক্তি অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে।

শিষ্য। দেব! এক বিঘা জমিতে কত কফি বসান যাইতে পারে?

গুরু। ২৮০০ দুই হাজার আট শত।

শিষ্য। ২৮০০ দুই হাজার আট শত কফির গর্ত্তে কি রূপ অংশে খইল ব্যবহার করিতে হয়?

গুরু। উপরে খইলের যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, ঐ খইল তিন অংশ করিয়া, এক অংশ রাখিয়া দিবে, এবং তাহার দুই অংশ লইয়া ২৮০০ দুই হাজার আট শত অংশ

করিতে হইবে। তৎপরে ঐ গর্ত্তের কিছু মাটী লইয়া, খইলের সহিত মিশ্রিত করতঃ সমস্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, সেই সময় দেখা উচিত যে, উভয় ডাঁড়ার মধ্যে, যে লোল জমিতে খুবিকাটা হইয়াছে, তাহাপেক্ষা, খইলপূর্ণ গর্ত্তগুলি যেন সামান্য নিচু থাকে।

শিষ্য। লোল জমি অপেক্ষা গর্ত্তগুলি নিচু রাখিবার কারণ কি ?

গুরু। বর্ষার জল সেই স্থানে দাঁড়াইবার আবশ্যক।

শিষ্য। জল দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি ?

গুরু। জল না দাঁড়াইলে খইল পচিবে না। আরও একটী সুবিধা এই যে, খইল পোতা স্থান গুলি ঠিক রাখার জন্য অন্য কোনরূপ চিহ্নিত করিতে হয় না।

শিষ্য। খইল না পচিলে কি দোষ হয় ?

গুরু। খইলের অনেক রকম গুণ আছে তন্মধ্যে একটী গুণ জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে। আর একটী গুণ তীক্ষ্ণতা (অর্থাৎ ঝাঁজ) ; ঐ তীক্ষ্ণতা গুণের হ্রাস করিবার জন্য মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। নতুবা ঐ তীক্ষ্ণতার দ্বারা ছোট ছোট চারাগুলি ঝাঁজবশতঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া শীঘ্রই মারা যায়।

শিষ্য। পূর্ব্বোক্ত খইলের তিন অংশের মধ্যে দুই অংশ ব্যবহার করিয়া, বক্রী আর এক অংশ কি করিতে হইবে ?

গুরু। তাহা ঐক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই। যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। তবে বীজ বপন, কি প্রণালীতে করিতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। ২।৩।৪ বিঘা, অথবা অধিক জমিতে কফির আবাদ করিতে হইলে, জমিতেই বীজতলা অর্থাৎ হাপর প্রস্তুত করিয়া চারা তৈয়ারী করিতে হয়।

শিষ্য। তবে ১০ কাঠা হইতে ১ বিঘা জমিতে কফির আবাদ করিতে হইলে, কি হইবে?

গুরু। অল্প জমিরজন্য চারা প্রস্তুত করিতে হইলে. আয়ত্তর মধ্যে বড় বড় মাটীর মেছলা কি কাষ্ঠের বাক্সে কি টবে চারা প্রস্তুত করা উচিত।

শিষ্য। অল্প চারা কি মাটীতে হইতে পারে না?

গুরু। কেন হইবে না, তবে সুবিধার জন্য বলিতেছি। টবে হইলে কোনরূপ আচ্ছাদন করিতে হইবে না, এবং ইচ্ছামত সহজেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

শিষ্য। তবে কিরূপে হাপর প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। আষাঢ় মাসে বীজতলার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অপর স্থানের মাটী আনয়ন করতঃ ঐ স্থানটী অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ করিতে হইবে; এবং জমির পরিমাণমত খইল মিশ্রিত করা আবশ্যক।

শিষ্য। হাপরের জমি পরিমাণে কত হইবে?

গুরু। যে পরিমাণে আবাদ, সেই পরিমাণে হাপরের স্থান ঠিক করিতে হইবে। যথা,—এক বিঘা জমি আবাদ করিতে হইলে, ৫ পাঁচ ভরি বীজ আবশ্যক হয়। ঐ ৫ ভরি বীজের হাপর, দীর্ঘে ৬ হস্ত, প্রস্থে ২॥০ হস্ত পরিমাণ হইবে; এবং

যে প্রকারের খইল হউক না কেন, ।৫ পাঁচ সের ঐ হাপরের মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বর্ষার জলে খইল বেশ পচিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়, এমন উপায় মধ্যে মধ্যে করা কর্ত্তব্য। কেননা, একবার বর্ষার জল পাইলে, জমিটুকু পেটা জমির ন্যায় জমাট বাঁধিয়া যায়। সুতরাং পুনর্ব্বার জল প্রবেশ করিতে না পাইলে, এক মাসের মধ্যে খইল পচে না। খইল রীতিমত না পচিয়া তেজ থাকিলে বীজের অঙ্কুর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। যদি বর্ষার জল সময় মত না পায়, তাহা হইলে খইল কি রূপে পচিবে ?

গুরু। কেন, ঐ পুষ্করিণী জল রাখালের দ্বারায় আনাইয়া হাপরে দিলে চলিতে পারে। আর এক কথা,—হাপর দুই প্রস্ত করিতে হয়।

শিষ্য। দুই প্রস্ত কেন গুরু !

গুরু। একটীতে বীজ বপন করিতে হইবে, তার পরে চারা উৎপন্ন হইলে, আর একটীতে নাড়িয়া বসাইতে হইবে। সেই জন্য দুইটী হাপর এক নিয়মে এক সময়ে করা আবশ্যক। কিন্তু বীজ বপনের হাপররে যে পরিমাণে খইল দেওয়া হইবে, চারা বসাইবার হাপরে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে দিতে হইবে। আর এক কথা,—চারা নাড়িয়া রাখিবার হাপরটি বীজ বপনের হাপর অপেক্ষা চতুর্গুণ বেশী স্থান হওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। বেশী স্থান করিবার কারণ কি ?

গুরু। বীজ বপন যেরূপ ঘন হইবে, চারা রোপণ উহা অপেক্ষা অনেকাংশে পালতা করিতে হইবে, সুতরাং চারা

রোপণের হাপর বড় করা উচিত। কিন্তু প্রস্থে ২॥ হস্তের অধিক না হয়, দীর্ঘে আবশ্যকমত বাড়াইতে পারা যায়।

শিষ্য। প্রস্থে ২॥হস্তের অধিক হইলে, তাহাতে কি হানি হয়?

গুরু। হানি হয় বই কি! ২॥ হস্তের অধিক হইলে দুই দিক হইতে হাপরের কার্য্য হস্ত দ্বারা করিবার ব্যাঘাৎ জন্মে। পরে শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতে ঐ দুই, প্রকার হাপরের চারিদিকে অর্দ্ধ বা মুঠমহস্ত উচ্চ করিয়া দুই বা আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর এক একটি খুঁটী পুতিয়া, তাহার উপর পাইড় বাঁশ দিতে হইবে। তৎপরে দরমা বা হোগলা কি তালপাতার পরিমাণমত ঢাকা প্রস্তুত করতঃ গড়ানে ঠাটের উপরে তুলিয়া, হাপর স্থান আচ্ছাদন করিতে হইবে।

শিষ্য। আচ্ছাদন করার আবশ্যক কি?

গুরু। রৌদ্র, শিশির, ও বর্ষার জল এই সকল সময়ে সময়ে অনিষ্টকর হয় বলিয়া, আচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। তবে কোন বড় গাছের নিম্নে হাপর প্রস্তুত করিলে ত ভাল হয়!

গুরু। না বাপু! তাহা ভাল নহে—বরং বৃক্ষের নিম্নে হাপর করিলে অনেক রকম দোষ ঘটে।

শিষ্য। কি কি দোষ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। এক দোষ সময় সময় রৌদ্র এবং শিশির পাইবার পক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মে। দ্বিতীয় দোষ—বৃষ্টি হইলে গাছের জলের মোটা মোটা ফোঁটা পড়িয়া চারাগুলি নষ্ট হয়। তৃতীয় দোষ—গাছতলার মাটী সম্পূর্ণরূপে রৌদ্র, ও শিশির ভোগ করিতে পায় না বলিয়া, মাটীর উর্ব্বরা-শক্তি কম।

শিষ্য। গাছের নিম্নে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না কি ?

গুরু। গাছের নিম্নে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে হাপরের বিষয় পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম্। হাপরের উপর এমন ভাবে আচ্ছাদন করা আবশ্যক যে, যতই বৃষ্টি হউক না কেন, তাহাতে যেন একবিন্দু জল না পড়ে। বৃষ্টি ও শিশির জন্য সময় সময় হাপরের উপর ঢাকা থাকিবে, রৌদ্রের সময় খুলিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। খুলিয়া রাখিবার আবশ্যক কি ?

গুরু। হাপরের মাটী শুষ্ক করিবার জন্য।

শিষ্য। তাহার পরে কি হইবে গুরু।

গুরু। উপরোক্ত নিয়মে ১০।১২।১৫ দিনে মধ্যে বীজ বপনের হাপর কোপাইয়া ঐ মাটী হস্ত, বা কোনরূপ মুদ্গরের দ্বারায় ভালরূপে ঝুরা বা গুড়া করিতে হইবে; এবং সেই সময় দেখিতে হইবে যে, ভবিষ্যতের অনিষ্টকর কোন জিনিষ (অর্থাৎ খোলা, কাঁকর, কুরুই ও ঘাসের জড়, ইত্যাদি না থাকে। ছোট হাতচালুনী দ্বারায় চালিয়া পরিষ্কার রূপে ঝুরা ঝুরা করতঃ সমান করিয়া সোম কি শুক্রবারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বীজ বপনের পূর্ব্বে উক্ত হাপরের তৈয়ারী মাটী ২।৩ ঝুড়ি উঠাইয়া ঘরের ভিতর বা অন্য কোন আচ্ছাদিত স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ মাটীগুলি যত্নপূর্ব্বক তৈয়ারী করিয়া তুলিয়া রাখিবার আবশ্যক কি ?

গুরু। ঐ মাটীর বিশেষ আবশ্যক আছে, পরে জানিতে পারিবে। এক্ষণে ঐ বীজের কথা বলিতেছি। হাপরে বীজ

অপরাহ্ণে বপন করিতে হইবে, কিন্তু এমন ভাবে বপন করিতে হইবে যে, বীজগুলি কাহার উপর কেহ না পড়ে, এবং কোন স্থানে বেশী বা কোন স্থানে কম অর্থাৎ ঘন পাতলা না হয়।

শিষ্য। ঘন পাতলা হইলে কি কোন দোষ ঘটে?

গুরু। দোষ ঘটে বৈকি। যেখানে পাতলা হইবে, সেখানকার চারাগুলি সচরাচর যাহা ভাল হওয়া উচিত, তাহা হইবে। আর যে খানে ঘন হইবে, সেই স্থানের চারাগুলি অপেক্ষাকৃত সরু এবং লম্বা হইয়া পড়িবে। পরে বীজগুলি হাপরে বপন করা হইলে, বীজের উপর সামান্য ঝুরা মাটী এরূপ ভাবে ঢাকা দিতে হইবে যে, কেবল মাত্র বীজগুলি ঢাকা পড়িবে, অর্থাৎ বেশী মাটী চাপা না পড়ে।

শিষ্য। বেশী মাটী চাপা পড়িলে কি দোষ হয়?

গুরু। হাপরের ঘন বীজের উপর বেশী মাটী চা া পড়িলে ২।৩ প্রকার দোষ হয়। প্রথমতঃ এই এক দোষ, বীজ সকল চারা প্রসব করিতে বিলম্ব করে, অর্থাৎ অঙ্কুর সকল মাটী ঠেলিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং মাটীর ভিতরে ভিতরে নষ্ট হইয়া যায়। যদি তাহাও না হয়, অঙ্কুর সকল একত্রিত স্বজোরে চাকলা চাকলা মাটী মাথায় লইয়া উঠে। বস্তুতঃ ঐ রূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে চারা সকল জীবিত রাখিবার জন্য মহা বিপদে পড়িতে হয়।

শিষ্য। কেন, উহা ভাঙ্গিয়া দিবার কি কোন উপায় নাই?

গুরু। উপায় আছে বই কি! কিন্তু অধিক চারা নষ্ট করিয়া উপায় করিতে হইবে।

শিষ্য। যদি উপায় থাকে, তাহা হইলে নষ্ট হইবে কেন?

গুরু। এই বারে বড় বিপদে ফেলিয়াছ। এ কথার উত্তর বড় সহজ নহে। তবে শুন;—একটী উপায়. চাকলাগুলির উপর ক্রমশঃ অতিসামান্য সরুধারে জল দিলে চাকলামাটীগুলি গলিত. হইয়া পড়িয়া যায়, কিন্তু ঐ সময় অনেক চারার মাথা হইতে সরিয়া অপর চারার কোমর পৃষ্ঠে পড়িয়া, চারাগুলিকে কাইন্ত করিয়া ফেলে; এবং হাপর স্থানে এ সময়, ঐ পরিমাণে জল ব্যবহার করিলে হাপরক্ষেত্রে "জল-সপ্‌সপে" দোষ জন্মিয়া সমস্ত চারা নষ্ট হইতে পারে। অপর উপায়,—চাকলা মাটীগুলি হস্ত দ্বারায় সাবধান পূর্ব্বক গুঁড়া করিয়া দিলে দেওয়া যায়, কিন্তু চাকলা গুলি গুঁড়া করিবার সময় হস্তের আঘাৎ লাগিয়া অনেক চারার মাথা ভাঙ্গিয়া নষ্ট হয়।

আর এক কথা,—বীজের হাপরে চারা তৈয়ারী হইলে, সেই সময় যদি একাধিকক্রমে রাত্রদিন বৃষ্টি এবং পূবে বাতাস করিয়া ২।৩।৪ দিবস বাদল হয়, এবং মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে, তজ্জন্য হাপরের আচ্ছাদন যদি খুলিবার সময় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ হাপরক্ষেত্রের চারাগুলি নানা প্রকারে নষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। তাহার কারণ কি গুরু!

গুরু। তাহার কারণ, প্রথমতঃ চারাগুলি কৃশ হইয়া লম্বা ধরণের হয়; দ্বিতীয়তঃ, হাপরক্ষেত্রের মাটীতে লোণা ধরিয়া ২।৩ দিনের মধ্যে সমস্ত চারাগুলির গোড়া খাইয়া পচিয়া যায়। তৃতীয়তঃ বাদলের সময় যদি সামান্য কুয়াশা হয়; তাহা হইলে "মেড়ি" নামক কালবর্ণের ছোট ছোট যে এক রকম পোকা আছে, তাহারা এক রাত্রিরের মধ্যে কোথা

হইতে আসিয়া, চারাগুলির আগা গোড়ায় এমন ভাবে নেপিয়া ধরে যে, সমস্ত চারা নষ্ট না হইলে, ছাড়িয়া দেয় না।

শিষ্য। তবে তাহার উপায় কি গুরু!

গুরু। উপায় আছে বই কি! যে কোন রোগ হউক না কেন, তাহার উপযুক্ত ঔষধিও আছে, তবে সময়মত চিকিৎসা করা আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে দেখিতে হইবে যে, উক্ত দুর্ঘটনাগুলি কোন প্রকারে না ঘটিতে পারে।

শিষ্য। পূর্ব্ব হইতে কি রূপে বুঝা যাইবে?

গুরু। চারা তৈয়ারী করা একটী পাকা লোকের কার্য্য, অপর অপর কার্য্য অনেকেই করিতে পারে। হাপরের প্রতি এমন ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন জল সপ্‌সপে না হয়, মাটী সপ্‌সপে হইলে লোণা ধরার পূর্ব্বলক্ষণ বেশ বুঝিতে পারা যায়; এবং হাপরক্ষেত্রের মাটী ক্রমশঃ দিন দিন কৃষ্ণবর্ণ হয়। যদি প্রত্যহ ২।৪।১০টি চারা মূলদেশ ভাঙ্গিয়া পতিত হয়, এমন বুঝিতে পারিলে, পূর্ব্বে যে মাটী ঘরে তুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আবশ্যকমত লইয়া, উহার চারি অংশের এক অংশ ঘুঁটের ছাই গুড়া করতঃ মিশ্রিত করিয়া, হাপরক্ষেত্রে অতি সাবধান পূর্ব্বক ১ বা ১॥ অঙ্গুলি পরিমাণ বিছাইয়া দিলে লোণা ও লম্বা দোষ বন্ধ হয়। আর "মেড়ি" নামক পোকা ধরিলে, ভাঁড়কোয় মাপের ১ মোণ জলে ১ ভরি হিং গুলিয়া, ঐ জল দিনের মধ্যে ২।৩ বার হাপরক্ষেত্রে ছিটা দিতে হইবে, কিন্তু জল এমন ভাবে ছিটা দিতে হইবে যে, কেবল চারাগুলির গাত্র ধুইয়া যায়—জমিতে না গড়ায়।

শিষ্য। দেব! চারা তৈয়ারী করা বড় কঠিন ত!

গুরু। কঠিন নহে, অতি সহজ; না জানিলে কঠিন বোধ হয়। চারা রক্ষা কেমন সহজ প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা বলি শুন। যে দিবস বৈকালে বীজ বপন করিতে হইবে, ঐ দিবস উহাতে জল ব্যবহার করিতে হইবে না। পরদিন অপরাহ্ণে অতি সাবধান পূর্ব্বক হস্তের দ্বারায় কৌশল করিয়া সরু ছিটায় জল ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু এমন পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হইবে যে, কেবল মাত্র হাপরের মাটী কৃষ্ণবর্ণ হইবে—কোন স্থানেই জল গড়াইয়া যাইবে না; জল দিবার পরে যদি ঐ সকল বীজ দৃষ্ট হয়, তবে পূর্ব্বের সেই রক্ষিত মাটী কিছু লইয়া ঐ বীজ সকলের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপে ২।৩।৪ দিবসের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে। সুতরাং জল আবশ্যক মত হাপরের অবস্থা অনুসারে, পূর্ব্বে যেরূপ ছিটে দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, ঠিক্ সেইরূপ প্রণালীতে জল ব্যবহার করিতে হইবে। বীজ সকল অঙ্কুরিত হইলে, অতি সাবধান! অপরাহ্ণে এক ঘণ্টা বেলা হইতে পরদিন প্রাতে এক ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত ভাঁটীর আচ্ছাদন খুলিয়া রাখিয়া বাকী, সময় ঢাকা দিতে হইবে; রাত্রিরে বা দিবসে এমন ভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, আকাশে মেঘ দেখিলেই ঢাকা দেওয়া আবশ্যক, কারণ, আকাশের জল উহাতে পড়িলে অনিষ্ট হইয়া থাকে আর ইহাও দেখিতে হইবে যে, জল ছিটা দিবার সময় কোন চারা যেন ছিটার আঘাতে জমিতে কাইত হইয়া শুয়ে না পড়ে।

শিষ্য। শুয়ে পড়িলে কি দোষ হয়?

গুরু। যে চারাটি শুয়ে পড়িবে সেটি বাঁচিবে না।

শিষ্য। শুয়ে পড়িলে কি মরিতেই হইবে?

গুরু। চারায় অন্তর্দ্দেশ না ভাঙ্গিলে শুয়ে পড়িবে কেন!

শিষ্য। চারাগুলি প্রথম হাপর হইতে তুলিয়া, দ্বিতীয় হাপরে কিরূপে বসাইতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া দুইটি পত্র হইলে, তাহার ৮।১০ দিন পরে দ্বিতীয় হাপরের মাটী, প্রথম হাপরের ন্যায় উত্তম রূপে তৈয়ারী এবং সমান করিয়া, প্রথম হাপরের চারাগুলি নরুণের ন্যায় কোন যন্ত্র দ্বারা অতি স্থিরভাবে, (সিকড়গুলি যেন কোন প্রকারে ছিন্ন হইয়া না যায়) সাবধান পূর্ব্বক, উত্তোলন করিয়া, দ্বিতীয় হাপরে ২॥০ কি ৩ অঙ্গুলি দীর্ঘে প্রস্থে ব্যবধানে, অঙ্গুলির দ্বারায় এক একটী গর্ত্ত করত, ঐ গর্ত্তে এক একটী চারা বসাইয়া, মাটী সরাইয়া গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি উত্তোলন করিবার সময় তাহার মূলদেশে যদি মৃত্তিকা সংলগ্ন না থাকে, তাহাতে বিশেষ হানি হয় না, এবং মাটী রাখিবারও কোন উপায় বা কৌশল নাই। চারাগুলি বসাইবার সময় এক অঙ্গুলি অর্থাৎ কিয়দংশ বাহিরে রাখিয়া বাকী সমস্তই মাটীর ভিতরে পুতিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার কৃষি-প্রণালীর অনন্ত কৌশল ও সৎযুক্তি জ্ঞাত হইয়া, আমার মন প্রাণ উক্ত বিষয়ে নিয়তই ধাবিত হইতেছে। দেব! প্রীতমনে আমাকে সমস্ত বিষয়ই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলুন। আপনি যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলেন, সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু দেব! একটি কথা

নিবেদন করি, ঐ চারাগুলি এক অঙ্গুলি উপরে বা বাহিরে রাখিয়া, বাকী সমস্তই মাটির ভিতর প্রোথিত করিতে হইবে, কিন্তু চারাগুলি যদি ৩.৪ অঙ্গুলি লম্বা হয়, তাহা হইলে কি ঐ নিয়মেই করিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, বাহিরে এক অঙ্গুলির বেশী রাখিলে চারাগুলি স্ব স্ব ভরে শুইয়া পড়ে। যদিও কোন কোন চারা দৃঢ়তাবশতঃ রক্ষা পায় বটে, কিন্তু জল ছিটাইবার সময় সমস্তই পতিত হইয়া যায়।

শিষ্য। যে সমস্ত চারা উক্ত কারণ বশতঃ শুইয়া পড়িবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে তুলিবার উপায় নাই কি?

গুরু। উপায় নিরুপায়, সকল সময়ে সকল কার্য্যেতেই আছে, কিন্তু না জানিলে সেই সময় সেই কার্য্যের জন্য মহা বিপদে পতিত হইতে হয়। অতএব তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহা অতি সহজ। অতি ভোরে, অর্থাৎ শিশির পড়িবার সময়, একটী সরু কাঠি দ্বারা ধীরভাবে ঠেলিয়া তুলিয়া চারাগুলিকে খাড়া করিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! অপরাহ্নে চারাগুলিকে তুলিয়া এবং না বসাইয়া, প্রাতঃকালে বসাইলে কি হানি হয়?

গুরু। প্রাতঃকালে বসাইলে ২।৩ রকম দোষ ঘটে, প্রথমতঃ, এই এক দোষ,—সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে চারা সকল আওতাইয়া পড়ে। দ্বিতীয় দোষ,—ঐ সময়ে জল দিলে সর্দ্দীগর্ম্মি লাগিয়া অনেক চারা নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। যখন প্রথম হাপর হইতে চারাগুলি উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় হাপরে বসাইতে হইবে, সেই সময় কি একেবারে সমস্ত চারা তুলিতে হইবে?

গুরু। না বাপু! এমন কাজ করিও না। এককালীন অধিক চারা তুলিয়া নষ্ট করা উচিত নহে। ২।৫।১০ গণ্ডা যেমন তুলিবে, অমনি বসাইয়া, তাহাতে অল্প পরিমাণে জল দিতে হইবে। আর এক কথা—পুর্ব্বে বলিয়াছি বোধ করি স্মরণ আছে যে, রাত্রিতে এবং প্রাতে বা অপরাহ্নে হাপরের আচ্ছাদন খুলিয়া রাখা উচিত। এই রূপে ক্রমশঃ শিশির, অল্প পরিমাণ রৌদ্র, জল আবশ্যক মত ভোগ করাইতে হইবে। চারা সকল অন্য হাপরে বসাইয়া, ঘরের রাখিত মাটী কিছু আনিয়া, অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ অতি সাবধান পূর্ব্বক হাপরক্ষেত্রে ছড়াইয়া, চারা সকলের মূলদেশ ভরাট করিয়া দিয়া, পরদিন অপরাহ্নে জল দিতে হইবে। আর ইহাও দেখিতে হইবে যে, হাপরে মাটী ছড়াইবার সময় চারার মস্তকে যেন মাটী না পড়ে?

শিষ্য। চারার মস্তকে মাটী পড়িলে কি দোষ হয়।

গুরু। মাটি পড়িয়া পাতায় আটকাইয়া থাকিলে, জিবে-পাতা (অর্থাৎ মাইজপাতা) বাহির হইতে বিলম্ব হয়, এবং ঐ মাটীতে জলের ছিটা লাগিয়া কাদা হইলে, গাছের পাতায় জড়াইয়া থাকিবে, উক্ত কারণ বশতঃ ঐ পাতা কিছুদিন পরে পচিয়া যায়। এইরূপে চারা তৈয়ারী হওয়া পর্য্যন্ত হাপর ক্ষেত্রে তিনবার পূর্ব্বকার রাখিত মাটী ছড়াইয়া দিতে হইবে। চারা অল্প বড় (অর্থাৎ ৪।৫টী পাতা) হইলে ক্রমে ক্রমে অল্প পরিমাণে রৌদ্র লাগাইয়া, চারা সকল দৃঢ় করিতে হইবে এবং ৭।৮ পাতা হইয়া বড় হইলে এককালে হাপরের আচ্ছাদন খুলিয়া, রৌদ্র, শিশির, বায়ু ও জল সমভাবে লাগাইতে হইবে।

শিষ্য। এইরূপে চারাগুলি প্রস্তুত করিতে কত দিন লাগিবে?

গুরু। বীজ বপনের দিন হইতে অন্ততঃ দেড় মাস সময় লাগিবে।

শিষ্য। আচ্ছা, আর একটী কথা নিবেদন করি, বীজ বপন ব্যবস্থা অপরাহ্নে করিয়াছেন। কিন্তু প্রাতে বীজ বপন করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। বীজ বপনের অনেক রকম নিয়ম আছে। পরে তাহা বলিব। এক্ষণে সংক্ষেপে ২।১টী নিয়ম বলিতেছি। এক নিয়ম, যে সকল বীজ বেশী মাটীর নিম্নে পড়িলে ভাল হয়, সেই গুলিকে প্রাতে বা যে সময় হউক না কেন, বপন করা যায়। আর যে সকল বীজ মাটীর উপর ভাসা বপন করিতে হয়, সেই সকলকে অপরাহ্ন ভিন্ন প্রাতে বপন করিলে, সমস্ত দিনের রৌদ্র পাইয়া বীজ এবং উপরের সামান্য ঢাকা মাটীগুলি শুষ্ক হওয়ায় বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়। অপরাহ্নে বীজ বপন করিলে, রাত্রিরের শিশির পাইয়া, বীজগুলি ভিজিয়া শীঘ্রই ফুটিয়া অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ভাদ্র মাসের শেষ হইতে সমস্ত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কফির চারা রোপণের প্রশস্ত সময়৷

শিষ্য। ইহার অগ্র পশ্চাৎ যদি কিছু হয়, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটে?

গুরু। নিয়মমত কার্য্য না করিলে, দোষ ঘটিবার খুব সম্ভাবনা; তবে একটী কথা এই যে, বৎসরের মধ্যে ছয় ঋতু পরিবর্ত্তন হইতে যদি অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়ে, তবে সেই

বিবেচনায়, কিছু অগ্র পশ্চাৎ করিলে হানি হয় না, বরং ভাল হয়।

কফি ইত্যাদি আবাদ শীত ঋতুতেই করিতে হয়, তাহা হইলে সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এক কথা,—কফি রোপণ জন্য ক্ষেত্রে ডাঁড়ার মধ্যস্থিত লোল স্থানের খুবিতে যে খইল পোতা আছে, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থান গুলির মাটী কোদাল, নিড়ান বা খোন্তা দ্বারা খনন করিয়া খইলপচা মাটীগুলি ভালরূপে হস্ত দ্বারা গুড়া করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বর্ষার সময়, সেই স্থানের মাটী কর্দ্দম হইয়া থাকে, অতএব মাটী গুঁড়া কিরূপে হইবে?

গুরু। ঐ দুই মাস সমূহ বর্ষাকাল বটে, কিন্তু বর্ষার একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, যে পক্ষ বৃষ্টি হয়, পর পক্ষ প্রায় হয় না—মধ্যে মধ্যে যাহা সামান্য হয়, তাহাতে কাদা হইতে পারে না। বেশ বিবেচনা করিয়া ধরণ অবস্থায় মাটী গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। তাহা হইলে ত ৫।৭ দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে!

গুরু। তাহা বলিয়া কি করা যাইবে, উহা যে ঐশ্বরিক কার্য্য! চারাগুলি রোপণ করিবার সময় মাটী গুঁড়া করা নিতান্তই আবশ্যক।

শিষ্য। মাটী গুঁড়া না করিলে কি, কোন দোষ ঘটিযা থাকে?

গুরু। হাঁ, দোষ ঘটে বই কি! প্রথম অবস্থায় চারা

গুলিকে কর্দ্দমে বসাইতে হইলে, তাহাদিগের মূলদেশ টিপিয়া বসাইতে হয়, একারণ চারাগুলির সিকড় বিস্তৃত হইতে অনেক সময় লাগে।

অনন্তর মাটীগুলি গুঁড়া করতঃ দিবার শেষভাগে (অর্থাৎ অপরাহ্নে) নিড়ানের অগ্রভাগের দ্বারা গর্ত্ত করিয়া ঠিক্ সোজা ভাবে ঐ গর্ত্তে এক একটী চারা বসাইয়া আবাশ্যকমত অল্প অল্প জল দিতে হইবে।

আর এক কথা,—চারাগুলি হাপর হইতে তুলিবার সময় দেখা উচিত যে, তাঁহাদিগর মূলদেশে সিকড় ঢাকামত যেন কিছু কিছু মাটী থাকে। যদিও মাটী সকল শুষ্ক বশতঃ ঝরিয়া যায়, তাহা হইলে, উত্তোলন করিবার ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে হাপরে অল্প পরিমাণে জল দিয়া তুলিতে হইবে, কারণ, মাটী সামান্য কাদা হইলে, ঐ রূপ মাটী ঝরিবার সম্ভাবনা নাই, এবং ইহাও করা কর্ত্তব্য যে, যে সকল চারার নিম্নভাগ বক্র বোধ হইবে. সেই গুলিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিবার সময়, সোজা অংশটুকু বাহিরে রাখিয়া. বাঁকা অংশটুকু মাটীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কফিগুলির কদর্য্য ভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

চারা রোপণের দিন হইতে যে পর্য্যন্ত চারাগুলির ভালরূপ অবস্থা না দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত প্রতি দিন অপরাহ্নে জিউনি (অর্থাৎ জীয়ন্ত রাখিবার জন্য) জল অল্প অল্প দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। চারাগুলি জমিতে রোপণ করিয়া, পূর্ব্বমত তাহার উপরে আচ্ছাদন করিতে হইবে কি না?

গুরু। হাঁ, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে,—তাহার ব্যবস্থা এই যে, যে সকল চারা খোলা হাপরে পরিমাণমত রৌদ্র ও শিশির ভোগ করিয়া বেশ সবল হইয়াছে, সেই গুলি জমিতে বসাইলে তাহার উপর আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক নাই। আর যে গুলি হাপরের আচ্ছাদনের ভিতর হইতে তুলিয়াই জমিতে বসাইতে হইবে, তাহাদিগকে ঢাকা না দিলে বিশেষ হানি হয়।

শিষ্য। এ অবস্থায় অধিক চারার উপর ঢাকা দেওয়া কিরূপে হইবে?

গুরু। আচ্ছাদন করিবার উপায়, দেশ বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে কলাগাছের খোলা অর্দ্ধ অস্ত পরিমাণ কাটিয়া চারাগুলির উপর আচ্ছাদন করিবার ব্যবস্থা আছে; এবং কোন কোন স্থানে বাঁশের কোঁড়ার খোলা, কোন বাঁশবাগান হইতে আনিয়া ঢাকা দেওয়া হয়। বেশী রৌদ্রের সময় ঢাকা দিবার নিয়ম, এবং অপর সময় খুলিয়া দিতে হইবে।

তৎপরে, চারাগুলির মূল সকল মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইলে, যখন দুই একটী পাতা বাহির হইতে দেখা যাইবে, সেই সময় ডাড়াগুলি বাদ রাখিয়া, কেবল লোল স্থান সমূহের ঘাস সকল নিড়াইয়া দিতে হইবে, এবং রোপিত চারাগুলির গোড়ায় চতুঃপার্শে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে ঐ নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু খোঁচা মাটীগুলি যেন ঝুরা হইয়া না যায়। মাটী খুঁচিয়া দেওয়া হইলে, ২।৩।৪ দিবস পরে দুই পার্শ্বের ডাড়ার মাটী কিছু কিছু কোদাল দ্বারা কাটিয়া লোল

জমি ও চারা সমূহের গোড়া বেশ সমান করিয়া দিতে হইবে, এবং ঐ মাটী অল্প পরিমাণে শুষ্ক হইলে, এক দিন অপরাহ্নে জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য।

পুনর্ব্বার মাটী অল্প শুষ্ক হইলে, কোদাল দ্বারা সমস্ত লোল জমি কোপাইয়া, মাটীগুলি ২।৪ দিন শুষ্ক করা আবশ্যক।

তৎপরে ডাঁড়ার মাটী অবশিষ্ট যাহা রাখা হইয়াছে, তাহা হইতে অর্দ্ধাংশ কাটিয়া লইয়া, গাছ গুলির গোড়ায় সমান ভাবে চারাইয়া দিতে হইবে; এবং গাছের নিম্নভাগে যদি পাকা বা শুষ্ক পত্র যাহা ঝুলিয়া থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। ঐ পাতগুলি না ভাঙ্গিয়া দিলে উহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। দোষ গুণ, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সকল বিষয়েই ঘটিয়া থাকে। বৎস! তুমি নিতান্তই অজ্ঞের মত বারম্বার প্রশ্ন করিতেছ। সুতরাং আমি উপদেষ্টা হইয়া কিরূপে প্রত্যুত্তরে ক্ষান্ত থাকিব! তবে বলি শুন,—ঐ পাতা না ভাঙ্গিয়া দিলে, গাছ ও গাছের গোড়ার মাটীতে হাওয়া এবং রৌদ্র পাইবার পক্ষের বিশেষ ব্যাঘাৎ জন্মে।—অহো! বিষ্ণু! বিষ্ণু! কথায় কথায় একটি কার্য্য ভুলিয়া যাইতেছি বাপু!

শিষ্য। কি কার্য্য দেবতা?

গুরু। কার্য্যটী এই যে, পূর্ব্বকার তিন অংশ খইলের দুই অংশ মাটীতে পোঁতা হইয়া, অবশিষ্ট যে, এক অংশ মজুত আছে, তাহাতে সামান্য মাটী মিশ্রিত করিতে হইবে, এবং

মাটীতে একটী চৌবাচ্ছা খনন করতঃ উহাতে মাটী মিশ্রিত খইল ফেলিয়া জল দিয়া মাসাবধি পচাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঐ পচা খইল তুলিয়া রীতিমত রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। তৎপরে মুদ্গর দ্বারা গুঁড়া করতঃ তুলিয়া রাখা আবশ্যক।

শিষ্য। তার পরে ঐ গুড়া খইল কি হইবে?

গুরু। ঐ খইল সমান অংশ করিয়া প্রত্যেক গাছের, গোড়ায় দিতে হইবে।

শিষ্য। কোন্ সময়ে দেওয়া আবশ্যক?

গুরু। গাছ সকল হাঁড়া লইয়া উঠিলে, ঐ খইল গাছের, গোড়ায় গোড়ায় দিতে হইবে।

শিষ্য। "হাঁড়া লওয়া" কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না!

গুরু। গাছের গোড়া অপেক্ষা মাথা মোটা হইলে, উহাকে "হাঁড়া লওয়া" বলে।

শিষ্য। গাছ সকল কত দিনে হাঁড়া লইয়া উঠিবে, তাহার কোন নিশ্চয় আছে?

গুরু। নিশ্চয় কতকটা আছে বই কি! ভাঁড়া হইতে যে অর্দ্ধাংশ মাটী কাটিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ চাপ ধরিলেই গাছ সকল ২০।২৫ দিনের মধ্যে হাঁড়া লইয়া উঠিবে।

শিষ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, খইল না পচাইলে উহার তেজ বশতঃ ছোট চারাগুলি মরিয়া যায়, তবে বড় গাছের গোড়ায় পচা খইল দিবার আবশ্যক কি! টাট্কা খইল দিলেই ত চলে।

গুরু। খইল না পচিলে উহার উর্ব্বরতাশক্তি হয় না, এবং টাট্‌কা খইল বড় গাছের গোড়ায় দিলে বিশেষ হানি হয় না বটে, কিন্তু খইল পচিতে প্রায় এক মাস সময় লাগে, সেই এক মাস গাছের গোড়ায় খইল পচিলে অনর্থক সময় গত হইয়া যাইবে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে অগ্রেই খইল পচাইয়া উহার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা নিতান্তই আবশ্যক। পচা খইল গাছের গোড়ায় দিয়া জল দিলে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ঐ রাখিত পচা গুঁড়া খইল অংশ মত সমস্ত গাছের গোড়ায় দিয়া বক্রী ডাঁড়ায় মাটী সমস্ত কাটিয়া লোল স্থান ভরাট করিতে হইবে। ডাঁড়ায় ও লোলে রীতিমত সমান হইলে ২।৩ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া (আকাশের জল যদি না পাওয়া যায়) তাহা হইলে রীতিমত আর একবার ভাসানে রূপ সেচ দিতে হইবে। জল সিঞ্চনের ১৫ দিন পরে দেখিতে হইবে যে, মাইজ পাতাগুলি ঘের লইয়া বাঁধিবার উপক্রম হইতেছে কি না, এরূপ দৃষ্ট হইলে, সেই সময়ে কফি-ক্ষেত্রে আর একটি পাইট করা আবশ্যক।

শিষ্য। তবে সেটীও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিন, কার্য্যের শেষ, কথার শেষ, মনকে বড়ই উতলা করে।

গুরু। তবে বলি শুন,—সমস্ত জমি একেবারে কোদাল দ্বারায় ভাসা ভাসা কোপাইয়া উল্‌টা বেডাঁড়া তুলিতে হইবে।

শিষ্য। বেডাঁড়া কাহাকে বলে দেব!

গুরু। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে ডাঁড়া বাঁধা ছিল সেই স্থানের মাটী গাছের গোড়ায় পূর্ব্ব ডাঁড়ায় ন্যায় লম্বভাবে বাঁধিয়া যাইতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐ বেড়াঁড়াগুলি উচ্চ ও পরিসরে কত হইবে?

গুরু। তলা হইতে মোট অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ও ঐ পরিসর হইলেই যথেষ্ট হইবে। সাবধান! এই সময় গাছের ভিতরে ডাঁড়াবাঁধা কার্য্য প্রভৃতি অতি সতর্কভাবে করা উচিত।

শিষ্য। কিরূপ সতর্কভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ক্ষেত্র কোপাইবার সময় গাছের গোড়ায় কোন রূপ চোট না লাগে, এবং সিঁকড়ও অধিক না কাটিয়া যায়; কোদাল তোলা ফেলার সময় পাতা না ভাঙ্গে ও মাঝে মাটী না পড়ে। আর ইহাও দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রের মাটীতে কি পরিমাণ রস আছে. যদি মাটী নিরস বোধ হয়, এবং আকাশের বৃষ্টি হইবার কোন সুযোগ না দেখা যায়, তাহা হইলে আর একবার শেষ জল সিঞ্চনের বিধি আছে। এই সমস্ত কার্য্য হইলে এক প্রকার শেষ হইয়া গেল।

শিষ্য। কফিগুলিকে বাঁধিতে হইবে কি না?

গুরু। কেহ কেহ বাঁধিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাঁধার কোন ফল দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, পাতা ছড়াইয়া রহিয়াছে, উহা জমা করিয়া আট্‌কাইয়া দিলে বাঁধিবে না। ভিতর হইতে নূতন কচি পাতা সকল বাহির হইয়া আপন হইতে ভিতরে ভিতরে কোঁচড়াইয়া জমা হইতে থাকিবে। বরং বাঁধিলে একটু অনিষ্ট হইতে পারে, কারণ বন্ধন অবস্থায় আকাশের বৃষ্টি হইলে. কফি সকল আরও উত্তেজিত হয়, সুতরাং বন্ধন সকল জোর আঁটিয়া ধরে। কিন্তু ঐ বন্ধন স্থানের পাতায়

হাজা, পচা, এবং পোকা ধরিয়া ঐ কফির ভিতরে প্রবেশ করিলে, বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন, করি; ১ম ও ২য় হাপরটি অনর্থক পড়িয়া থাকিবে কি?

গুরু। পড়িয়া থাকিবে কেন! যদি উহাতে লোণা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ঐ হাপরে সালাদ, ও আর্টিচোকের চারা প্রস্তুত করিতে হইবে। আর ২য় হাপরটিতে টমেট ও স্কোয়াসের চারা ভাল হয়। একটি কথা ভুলিয়াছি বাপু! ভাদ্র আশ্বিনের বর্ষার সময় জমির সার সকল ধুইয়া, জল বাহিরে না যায়, তজ্জন্য জমির ভাঙ্গা আইল বাঁধিতে হইবে, এবং কফির চারা তৈয়ারী করিবার জন্য যে মালী থাকিবে, তাহাকে নিযুক্ত রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। কফির আবাদ করা বড় কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য ত।

গুরু। ব্যয় না করিলে কি আয় হইয়া থাকে? বিনা ব্যয়ে প্রায় কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সামান্য ব্যয়ে অধিক লাভ হইয়া থাকে। বরং তুমি এই কফির আবাদ করিয়া আদ্যোপান্ত হিসাব রাখিয়া দিও, লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। এই প্রণালীতে কফির আবাদ করিলে আন্দাজী মোট কি ব্যয় পড়ে এবং কি লাভ হয়?

গুরু। প্রায় বিঘা ভুই ৯০।৯৫ টাকা খরচা পড়ে, এই খরচ বাদে কম বেশী ১০০ এক শত টাকা লাভ হয়। আমি প্রথম বৎসর নগদা লাঙ্গল খরিদ করিয়া, মাসিক বেতনে লোক রাখিয়াছিলাম, তাহাতে যে লাভ হইয়াছিল, তাহার জমা খরচ আমার কাছেই আছে, এই দেখ,—

লার্জ ড্রুলহেড বাঁধাকফি।

১ বিঘা জমি আবাদের মোট আয় ব্যয়।

জমা	খরচ	তঙ্কা
	মাহ ফাল্গুন	
	২ দফায় ৪চাষের জন্ত লাঙ্গল খরিদ ৪ খানার কাত ।/০ হিঃ	১।০
	মাহ চৈত্র।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১।০
	মাহ বৈশাখ।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১।০
	মাহ জ্যৈষ্ঠ।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১৷৵
	মাহ আষাঢ়।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১।০
	হাপরের খইল খরিদ ১/৫ সের	১৸৹
	হাপরের মাটী তোলা ও খইল পোতা জন ২ টার কাত	॥০
		৭৸৶০

জমা | খরচ

জের ৭।

মাহ শ্রাবণ।

লাঙ্গল ও থানার কাত—:

খইল খরিদ ১৬/মোণ—১৬৲

ঐ গাড়ি ভাড়া——।

জমির ঢাল করা জন ৪টা—:

দাড়া বাঁধা জন ৩টা—।

খইল গুড়া করার জন

১ টা——

বীজ খরিদ ৫ ভরি——৩

ঐ ভি, পি, পার্শেলমাশুল।৶

হাপর উপর কাটাম বাঁধার

ও দড়ি খরিদ——

ঐ তৈয়ারী জন—১টা

হোগলা খরিদ—— :

মাহ ভাদ্র।

কফি ক্ষেত্রের ভগ্ন আইল বাঁ

দেওয়া জন ১ টা——

মাহ আশ্বিন।

চারা তৈয়ারী মালীর বেতন

ইঃ ১৫ শ্রাবণ নাগাত ৩০ভা

দেড় মাহার ১০৲ হিঃ—

সংখ্যা	খরচ	তঙ্কা
	জের	৪৯।০
	ক্ষেত্রের খুবিকাটা ও মাটী গুড়ার জন ৩ টা	৸০
	কলসি খরিদ ২ টা	৶০
	চারা রোপণ ও জল দেওয়া জন ৬ টা	১৷০
	জিউনি জল দেওয়া ৬ দিন অর্দ্ধ রোজ করিয়া ৩টা জন	৸০
	চারার গোড়া খোসা জন ২ টা	৷০
	কফির গোড়ায় মাটী দেওয়া জন ৩ টা	৸০
	জমির সমস্ত ঘাস নিড়ানের জন ২ টা	৷০
	জল সেঁচার ঝালবাঁধা ও পড় বাগানো জন ৩টা	৸০
	সিউনি খরিদ ২ খান	৷০
	জল সেঁচা জন ৪ টা	১।০
	ঐ জলপানি	৶০
	জোতদড়ি খরিদ	৴০
		৫৬৸০

জমা	খরচ	তঙ্কা
	জের ———	৫৬৸০
মাহ পৌষ।	মাহ কার্ত্তিক।	
কফি বিক্রয় ১নং ৩২০টার কাত	কফির গোড়ায় মাটী দেওয়া	
৶০ আনার হিঃ ——— ৬০৲	জন ৪ টা ———	১৲
মাহ মাঘ।	জল সেঁচার জন ৪টা ——	১৷০
১নং কফি বিক্রয় ১৮০টার কাত	ঐ জলপানি ———	/০
৶১০ পয়সার হিঃ —— ২৮৶০	মাহ অগ্রহায়ণ।	
২নং কফি বিক্রয় ২০০টার কাত	কফিগাছে ছোপ খইল দেওয়া	
/১০ পয়সার হিঃ ——— ১৮৸০	জন ৩ টা ———	৸০
২নং ৫০টার কাত/০হিঃ — ৩৶০	ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া জমি সমান এবং	
৩নং কফি বিক্রয় ১০০টার	কোপান জন ৪ টা ———	১৲
কাত /০ হিঃ ——— ৬৷০	জল সেঁচা জন ৪ টা ——	১৷০
মাহ ফাল্গুন।	জল বাগান জন ১ টা ——	৷০
৩নং কফি বিক্রয় ৯০০টার	ঐ জলপানি ———	/০
কাত /০ হিঃ ——— ৫৬৷০	কফির গোড়ার উল্‌টা ডাড়া	
৪নং কফি বিক্রয় ৪৫০টার কাত	করিয়া মাটী দেওয়া	
৲১৫ হিসাবে ——— ২১/১০	জন ৩ টা ———	৸০
৫নং কফি ১০০ টার কাত	মাহ পৌষ।	
৲১০ হিসাবে ——— ৩৶০	জল সেঁচার জন ৪টা ——	১৷০
মাহ চৈত্র।	ঐ জলপানি ———	/০
৫নং কফি বিক্রয় ২০০ টারকাত	বাজরা খরিদ ২খান ——	৶০৷০
৲১৫ হিসাবে ——— ৯৷৶০	কফি বিক্রয় জন ২০ টা ——	৫৲
২৫০০ ২০৬/১০		৬৯৸/০

জমা	
জের	২৫০০
প্রতিবেশীকে বিতরণ করা হয়	৪০টা
বাটীর খরচ মোট	৬০টা
পোকা ধরা পচা বাদ হয়	৫০টা
চারা অবস্থায় মরিয়াছিল	৭৫টা
বাঁধেন নাই	৭৫টা
কফি	২৮০০টা

খরচ	তঙ্কা
জের	৬৯৸/০
মাহ মাঘ।	
কফি বিক্রয় জন ৩০ টা	৭॥০
মাহ ফাল্গুন।	
ঐ ঐ জন ৫৪ টা	১৩॥০
মাহ চৈত্র।	
ঐ ঐ জন ১০ টা	২॥০
আগা গোড়া গুড়ুক তামাক খরিদ মোট	১॥০
জমির খাজানা দেওয়া চৌধরী বাবুদের ষ্টেটে	২॥০
	৯৭।/০

কৈঃ——

বিক্রী জমা——২০৬/১০

বাদ খরচ——৯৭।/০

১০৮৸১০ লাভ

গুরু। নগদা লাঙ্গল খরিদ এবং নগদা জন ধরিয়া আবাদাপেক্ষা মাসিক বেতনে চাকর, এবং হাল গোরু নিজে চাষ করিলে, বেশী লাভ হয়। এই প্রণালীতে ১ বিঘার অধিক করিলে ১০০ শত টাকার স্থলে ১২৫টাকা লাভ হইতে পারে।

শিষ্য। তাহার কারণ কি?

গুরু। একখানি লাঙ্গলে ১॥০ বিঘা জমির চাষ হয়, কিন্তু

আমি ১ বিঘা জমিতে একখানি লাঙ্গলের দাম দিয়াছিলাম। জন মজুর সকল অনেক বেলা থাকিতেও চলিয়া গিয়াছে, (সেই সময় আমার আর কোন কার্য্য না থাকায়, অগত্যা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।) আর চারা প্রস্তুত করিবার জন্য যে মালী রাখিয়াছিলাম, তাহাকে ১ বিঘার জন্য মাসিক বেতন পুরাদিতে হইত। কিন্তু একজন মালীতে ৫।৬ বিঘার চারা তৈয়ারী করিতে পারে। কফি বিক্রয়ও ঐ রূপ, কেহ এক বেলা বাহিরে বিক্রয় করিয়া আসিলে, তাহাকে অপর বেলা নিষ্কারণ বসাইয়া রোজ দিতে হইয়াছিল।

এইরূপে লার্জ ড্রমহেড বাঁধা কফির কার্য্য শেষ করিয়া পরে অন্যান্য বিলাতি ফসল করা আবশ্যক। এই প্রণালীতে কফির আবাদ করিতে পারিলে, অনেকাংশে ভাল হয়।

শিষ্য। আপনি কেবল ড্রমহেড বাঁধা কফির বিষয় বলিয়া শেষ করিলেন, কিন্তু আপনার ফর্দ্দে যে অনেক রকম বাঁধা কফির বিষয় লেখা ছিল, তাহাদের বিষয় ত কিছু উল্লেখ করি লেন না!

গুরু। অন্যান্য বাঁধা কফির বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে (Early cauliflower, আর্লি কলি ফ্ল্যাঘার অর্থাৎ শীঘ্র হইবার ফুলকফির বিষয় বলিতেছি, যেহেতু ইহার আবাদ অগ্রেই করা [illegible]ধয়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয়।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

EARLY CAULI FLOWER.

আর্লি কলি ফ্ল্যায়ার।

গুরু। ইহার আবাদ পোলি, মাক্‌ড়া-এটেল এবং দো-আঁশ মাটীতে ভালরূপ হয়।

শিষ্য। আর কোনরূপ মাটীতে কি হইতে পারে না?

গুরু। কেন হইবেনা, সকল মাটীতেই সকল ফসল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মাটী বিবেচনায় সার ব্যবহার করিতে হয়, শীঘ্র হইবার ফুলকফির বীজ চেষ্টা করিলে সকল স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, পশ্চিম অঞ্চলে ইহার বীজ অধিক পরিমাণে জন্মে। ইহার বীজ উৎপন্ন করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র; সুতরাং ঠিক্ নিয়মমত বীজ প্রস্তুত না করিয়া, যে সে বীজে আবাদ করিলে ভবিষ্যতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

শিষ্য। ফুলকফির বীজ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা বিশষ করিয়া বলুন।

গুরু। ইহার নিয়ম বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, অনেক সময় সাপেক্ষ; তাহা অন্য সময় বলিব। এক্ষণে সংক্ষেপে ২।৪টি কথা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বীজ সকল উৎপন্ন করাইতে হইলে, যৎকালিন গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরিবে, সেই সময় কুঁড়ি সহিত গাছ সকলের (tap) ট্যাপ করিয়া দিতে হয়, অর্থাৎ যাহাকে বাঙ্গালায় "খাসি-কাটা" বলে।

শিষ্য। "খাসিকাটা" এবং গাছের ট্যাপ্ করা, কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ফুলকফির গাছ কুঁড়ি অবস্থায় অতি যত্নপূর্ব্বক কোদাল বা খোন্তা দ্বারা অতি সামান্য মাটী সহিত উত্তোলন করতঃ স্থানান্তরে রোপণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিতে হয়। তৎপরে রৌদ্রের সময় তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে গাছগুলি যত্ন করিলে ঐ কুঁড়ি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া, শীষ সকল ছাড়িতে থাকে। ঐ সকল শীষের সর্ব্বাঙ্গে সরিষা শুঁঠির ন্যায় যে শুঁঠি ধরে, সেই শুঁঠির ভিতর যে বীজ জন্মায়, সেই বীজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ ঐ বীজের আবাদ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফুল হয়। সেইজন্য কৃষকগণ ঐ বীজের নাম "খাসিকাটা বীজ" বলে। আর যে সকল গাছ স্থানান্তরিত না করা হয়, অর্থাৎ যে স্থানের গাছ সেই স্থানেই থাকে, তাহার ফুল ফুটিয়া, তাহাতে যে সকল শুঁটি ধরে, সেই সকল শুঁঠির ভিতর বীজ জন্মাইলে, তাহাতে কোন ফল হয় না। বস্তুতঃ ঐ বীজের আবাদ করিলে বৃথা কতকগুলি অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হয়। ঐ বীজে, যে সকল গাছ উৎপন্ন হয়, সেই গাছগুলি অতিশয় তেজস্কর এবং বড় বড় হইয়া থাকে। কিন্তু ফুলগুলি অতিশয় ছোট ছোট হয় এবং এক বিঘা জমিতে ২।৪ শতের অধিক হয় না। অধিকাংশ গাছে সরিষা ফুলের ন্যায় এক একটী শীষমাত্র বাহির হইয়া, শেষ হয়। ইহাকেই সাধারণে ঝাড়া বীজের গাছ বলিয়া উল্লেখ করে। এক বিঘা জমিতে ফুলকফির আবাদ করিতে হইলে ৪ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। বোধ করি ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

শিষ্য। লার্জড্রমহেড কফির এক বিঘায় আবাদ করিতে

হইলে ৫ ভরি বীজের আবশ্যক হয়, ফুলকফির আবাদ এক বিঘাতে ৪ ভরি আবশ্যক হয় কেন ?

গুরু। ড্রমহেড কফি অপেক্ষা ইহার বীজ কিছু পরিমাণে ছোট, সুতরাং উহাপেক্ষা কম বীজ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ।

শিষ্য। ইহার আবাদ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। ফুলকফির আবাদ ড্রমহেড বাঁধা কফির আবাদের সহিত বড় পৃথক নহে। যেহেতু, জমির চাষ, হাপর ও চারাপ্রস্তুত, ডাঁড়া তোলা, খুবিকাটা, খইল পোতা ও অংশ করা বা পরিমাণ, কত চারা হাপর হইতে তোলা ও রোপণ করা, গোড়া খুঁচিয়া দেওয়া, ডাঁড়ার মাটী কাটিয়া গোড়ায় দেওয়া, সময়মত জল সিঞ্চন করা, ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য্য, ড্রমহেড বাঁধা কফির আবাদের সময় যাহা বলা হইয়াছে, ঠিক্ তদ্রূপ করিলে, বিশেষ হানি হয় না। কিন্তু বীজ বপনের হাপর প্রস্তুত এবং উহাতে খইল দেওয়া ক্ষেত্রের ডাঁড়াবাঁধা, খুবিকাটা, এবং তাহাতে খইল পোতা, বীজ বপন এবং চারা রোপণ, এইগুলি ড্রমহেড কফির নিয়মের দিন অপেক্ষা, ১৫ দিন পূর্ব্বে আবাদ করিতে পারিলে ভাল হয়। আর সাবধান পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কফি গাছে ফুল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গাছের মাজায় কোন রূপে মাটি না পড়ে. যদি মাটী পড়া দৃষ্ট হয়, তাহা জলদ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ, গাছের কোঁকে মাটী থাকিলে, ফুল উৎপন্ন হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়া ফুল সকল ছোট হইয়া থাকে।

শিষ্য। ফুল হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়?

গুরু। উহা বুঝিতে প্রায় সকল লোকেই পারে। কারণ লের কুঁড়ি ধরিবার পূর্ব্বে গাছের অগ্র ভাগের পাতা ক্রমশঃ হাটি ছোট এবং অধিক পাতা বাহির হইয়া থাকে। আর ইহাও দেখা আবশ্যক যে, গাছে, ফুলের কুঁড়ি ধরিয়াছে কি না, যদি কুঁড়ি দৃষ্ট হয়, ঐ গাছের পাতা কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া কুঁড়ি ফুলের আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ, কুঁড়ি অবস্থায় উহাতে সমভাব রৌদ্র এবং শিশির পাইলে ফুল বড় হইতে ব্যাঘাত জন্মে, বর্ণ ও আস্বাদন ভাল হয় না।

শিষ্য। বাঁধাকফি যেরূপ হস্ত দ্বারা টিপিয়া কঠিন বোধ হইলে, ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছে, সহজেই বুঝিতে পার যায়, কিন্তু ফুলকফি ব্যবহারোপযোগী হইল কি না, ইহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। ফুলকফি পরীক্ষা করিবার একটি উপায় আছে, ফুলটির প্রথমতঃ কুঁড়ি অবস্থায় চতুষ্পার্শ্ব ও মধ্যস্থলটি সমান ভাব হয়, ক্রমশঃ যত আয়তনে পুরিয়া উঠিতে থাকে, তত মধ্যস্থলটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়া ঈষৎ গোলাকার হয়।

শিষ্য। প্রভু! ফুলকফি আবাদের লাভ লোক্সানের কোন জমা খরচ আপনার নিকট আছে কি?

গুরু। হাঁ, বাপু! আমার নিকট প্রায় অনেক রকম ফসলের জমা খরচ আছে, তাহা তোমাকে ক্রমশঃ দেখাইব।

শিষ্য। আমি অনেক লোকের মুখে একটি কথা শুনিয়াছি যে, পাটনা ও বাঁকিপুর প্রদেশে অধিকাংশ ফুলকফির চাষ হইয়া থাকে, তাহা কি প্রণালীতে হয়, তাহা অজ্ঞ আছেন কি

গুরু। হাঁ, তাহা আমি ভালরূপে জানি, পাটনা প্রদেশে ক
কফি অক্লেশে, সামান্য চাষে অধিক জন্মে। ঐ প্রদেশের কৃষকে
ফাল্গুন মাস হইতে মাসে মাসে জমিতে চাষ দিয়া থাকে, এ
চাষ দিবার সময়, বাটী ঝাঁট দেওয়া ও চলামাটী ও কুটিকাঠি য
কিছু নিত্য বাহির হয়, তাহা সমস্ত বাটীর আসেপাশে জ
করিয়া রাখে, ঐ গুলি বিঘাভুঁই ২।৩ গাড়ি ছড়াইয়া জমি চা
তাহার পর আষাঢ় মাসে ঐ জমি একদিকে গড়ানে ঢাল করি
উহাতে মোই দিয়া জমি সমান করতঃ সরিষা বপনের ন্যা
১ বিঘা জমিতে ১৫।১৬ ভরি বীজ বপন করিয়া, হস্তদ্বারা ম
গুলি বেশ সমান করিয়া বীজগুলি ঢাকা দিয়া থাকে। ত
পরে, ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চ
বাহির হয়। পরে চারাগুলি ক্রমশঃ বড় হইলে, অ
৪।৫টী পাতা ধরিলে, সেই সময় ক্ষেত্রের ঘাস নিড়াই
পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকে, এবং যেস্থানে অধিক ঘন অথ
অতি নিকট নিকটে চারা বাহির হয়, সেই স্থান হই
মধ্যে মধ্যে, ২।৪টী উত্তোলন করিয়া, যে স্থান পাত
অর্থাৎ অন্তর অন্তর হইয়াছে সেই স্থানে অতি যত্নপূর্ব
বসাইয়া দেয়। বর্ষার জলেই প্রায় ঐ অঞ্চলের আবাদ হ
থাকে। যদি বর্ষার জল নিতান্ত না পায়, তাহা হই
২।১ বার সেঁচা জলে আবাদ করিয়া ফসল রক্ষা ক
এবং মধ্যে মধ্যে ঘাস নিড়াইয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করি
দেয়। এইরূপ প্রণালীতে আবাদ করায় ৩ মাসের ম
ফুল ধরিয়া কফি সমস্ত বেশ খাদ্যোপযোগী হয়।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

GREEN KNOLKOLE.

সবুজ বর্ণের ওলকফি।

গুরু। বাঁধা কফির বীজ যে যে স্থানে জন্মিয়া থাকে, উপ-রোক্ত ওলকফিরও বীজ সেই সেই স্থানে জন্মিয়া থাকে। উহার আবাদ প্রায় সকল মাটীতেই হয়; এবং অল্প ছায়াযুক্ত জমিতে আবাদ করিলেও সমূহ ফল পাওয়ার পক্ষে, বিশেষ কোন ব্যাঘাত জন্মায় না। ১ বিঘা জমিতে উহার আবাদ করিতে হইলে ৮ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। বীজ বপন করিলে, ৫।৬ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, চারা বাহির হয়। চারা প্রস্তত করিবার প্রণালী ঠিক্ লার্জ ড্রমহেড কফির চারা প্রস্তত করিবার প্রণালীর ন্যায় করিতে হইবে।

শিষ্য। ১ বিঘা জমি আবাদ করিতে হইলে, বাঁধাকফি ও ফুলকফি বীজের অপেক্ষা, ইহার বীজ বেশী পরিমাণে বপন করিতে হইবে কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, উহা অপেক্ষা ওলকফির বীজ কিছু পরিমাণে বড়, সুতরাং বেশী বীজ না বপন করিলে, ক্ষেত্র পূর্ণ হয় না। বাঁধাকফির চারা ১ বিঘাতে ২৮০০ শত লাগে, ও ওলকফির চারা ৩৫৫০টি রোপণ করিতে হয়।

শিষ্য। ড্রমহেড কফির আবাদের সহিত, ইহার আর যাহা যাহা পৃথক্ আছে, তাহা বলুন।

গুরু। বড় পৃথক্ এমন কিছু নাই, তবে ২।৪টি যাহা সামান্য পৃথক্ আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১ বিঘা জমিতে সওয়া হস্ত (অর্থাৎ পাঁচপোয়া) ব্যবধানে ৩১৫০টি চারা রোপণ করা বিধেয়। খইল ব্যবহারের নিয়ম, পূর্ব্ব উল্লেখিত সর্ব্ব রকম খইল ব্যবহার করিতে পারা যায়। ১ বিঘা জমিতে ১০ মোণ খইল পুতিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপর অপর কফিতে যেরূপ দুইবার (অর্থাৎ একবার লোল জমিতে পুতিয়া, দ্বিতীয়বার ছোপ দিতে হয়) ওলকফিতে সেরূপে খইল ব্যবহার করিতে হয় না। এককালীন অংশ করিয়া সমস্ত খইল পুতিয়া ফেলিতে হয়।

শিষ্য। ওলকফিতে ২বার খইল দিলে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। ওলকফি অল্পদিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়, এ কারণ উহাতে দুইবার খইল দেওয়ার পক্ষে একটি দোষ ঘটিয়া থাকে। প্রথম লোল জমিতে যে খইল প্রোথিত করা হয়, তাহারই তেজে গাছের গোড়ায় গুটি বাঁধিয়া যায়। ঐ গুটীর গাত্রে পুনর্ব্বার তাজা খইল লাগিলে, পচা ও পোকা ধরিয়া বিশেষ অনিষ্ট করে। সুতরাং এককালে খইল ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ। অন্যান্য কফি অপেক্ষা ইহার আবাদ সহজ এবং ব্যয়ও অনেক অংশে কম হয়।

আর, অপর অপর কফির আবাদের সময়, ক্ষেত্রের ডাঁড়ার মাটী কোদাল দ্বারা তিনবারে কাটিয়া, গাছের গোড়ায় দিয়া জমি সমান করা হয়, কিন্তু ওলকফির সময় দুইবারেই সমস্ত মাটী কাটিয়া শেষ করতঃ জল সিঞ্চন করা বিধেয়। অন্যান্য কফিতে ৪বার জল সিঞ্চন করিলে, যেরূপ ফল পাওয়া যায়, ওল কফিতে ৩বার জল সিঞ্চন করিলে, তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়। যদি সুসময়মত আকাশের জল পাওয়া যায়, তাহা হইলে

বিশেষ সুবিধা হইয়া পড়ে। ওলকফি সম্বন্ধে জমির পাইঠ, যথা,—জমি একদিকে ঢাল ও সমান করা, ডাঁড়াবাঁধা, মাদা কাটা, খইল পোতা, হাপর হইতে চারা উত্তোলন এবং রোপণ, চারার গোড়া পাইঠ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কফি সকলের আবাদের সময়, যাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, ওল-কফিরওআবাদ ঠিক্ সেই সময়ে, সেই নিয়মে করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটী কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত কফি গুলির ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া যেরূপ উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়, ইহার সেরূপ করিতে হয় না। প্রথমতঃ একবার ডাঁড়া বাঁধিয়া, পুনর্ব্বার ঐ ডাঁড়া কাটিয়া, জমি সমান করিয়া দিলে, একরকম আবাদ শেষ হইয়া যায়।

শিষ্য। ওলকফির গোড়ায় উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দিলে, তাহাতে কি ক্ষতি হয়?

গুরু। ক্ষতি না হইলে বলিব কেন!

শিষ্য। তাইত বলি, সকল বিষয়ই জানা থাকিলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হয় না। সেই জন্য উক্ত বিষয়ের জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি।

গুরু। ওলকফির গোড়ায় উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দিলে, ২।৩টী দোষ ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ এই একটি দোষ,—ওল-কফির গাত্রে রৌদ্র, শিশির এবং বায়ু না লাগিলে, আস্বাদন ভাল হয় না। (অর্থাৎ জলের মতন আস্বাদন হয়)। দ্বিতীয় দোষ,—মাটী চাপা পড়িলে, ওলগুলি ফাটিয়া নষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, ওলের ভিতর ছিটে, ছিটে, (অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু হরিদ্রাবর্ণ) একরকম দাগ হয়।

শিষ্য। ফাঁধাকফি তৈয়ারী হইল, হস্তদ্বারা টিপিলে জানা যায়, ফুলকফি গোলাকার হইলে জানা যায়, কিন্তু ওলকফি তৈয়ারী অর্থাৎ (খাদ্যোপযোগী হইল কি না) তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। ওলকফির পরীক্ষা ২।৩ রকমে হইতে পারে, প্রথমতঃ পরীক্ষা, গাত্রের পাতা ঝরার চিহ্নগুলি লুক্কায়িত হইবে, দ্বিতীয়তঃ চেহারা ঈষৎ সফেদ বর্ণ হইবে, তৃতীয়তঃ নখ দ্বারায় টিপিলে কড়া বা শক্ত বোধ হইবে।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

PURPLE KNOLKOLE.

পরপল নলকোল।

গুরু। বাঁধাকফির বীজ যে যে স্থানে জন্মিয়া থাকে, ইহারও বীজ সেই সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

শিষ্য। প্রভো! অনেক রকম গাছে ফুল হইতে দেখা যায়, কিন্তু ফল হইতে দেখা যায় না, ইহাও কি তদ্রূপ?

গুরু। না বাপু! পরপল ওলকফির ফুল ও ফল এদেশে কিছুই হয় না। ইহার আবাদ কিছু হাল্কা মাটী অর্থাৎ সরাশি, পোলি ও পাঁক মাটীতে বেশ ভাল হয়, এবং আবাদ অর্থাৎ জমিতে চাষ দেওয়া, ও বীজের পরিমাণ, খইলের পরিমাণ, চারা প্রস্তুতের নিয়ম, জমি সমান ও ঢাল, দাঁড়া প্রস্তুত, খইল

পোতা, চারা উত্তোলন ও রোপণ, জলসিঞ্চন ইত্যাদি সমস্তই সবুজ ওলকফির চাষের ন্যায় করিতে হইবে, কিন্তু সবুজ ওলকফি অপেক্ষা ইহার ২।৩টী উৎকৃষ্টতা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গুণ, সবুজ ওলকফি অপেক্ষা, ইহা কিছু পরিমাণে বড়। দ্বিতীয় গুণ, সবুজ ওলকফি যে সময়ের মধ্যে কঠিন হইয়া ভক্ষণের পক্ষে কতকটা ব্যাঘাত হইয়া উঠে, ইহা তদ্রূপ হয় না। ইহা কঠিন হইতে অনেক সময় লাগে। তৃতীয় গুণ, জমির তেজ বৃদ্ধি এবং আকাশের বৃষ্টি হইলে, সবুজ ওলকফি যেমন ২।৫।১০টী করিয়া প্রত্যহ ফাটিয়া যায়, ইহাকে তদ্রূপ ফাটীতে দেখা যায় না।

শিষ্য। পরপল ওলকফি উল্লেখিত ঐ তিন প্রকার মাটী ভিন্ন অপর কোন মাটীতে জন্মিতে পারে না কি?

গুরু। ইহা কঠিন এবং হাল্কা, প্রায় সকল মাটীতেই জন্মায়, তবে উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট তিন প্রকার মাটীতে যেমন সহজে বড় হয়, তেমন অপর অপর কঠিন মাটীতে হয় না।

শিষ্য। অপর মাটীতে জন্মিয়া পরিমাণে ছোট হইলে, আস্বাদনের কোন তফাৎ হয় কি না?

গুরু। ফল মূল সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বলা কঠিন, কারণ, মাটীর গুণ, বায়ুর গুণ, সারের গুণ সমস্ত জানিলে তবে বলিতে পারা যায়, মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, ফল বড় হইলে সুরস ও মিষ্ট হয়, মূল বড় হইলে কিছু শান্‌সে হইয়া পড়ে।

গুরু। উপরে যে সকল কফির বিষয় উল্লেখ করিলাম, সেগুলির বিষয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু আর অন্য রকম কফির বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তবে আর্লি ইয়ার্ক কফির বিষয় বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

EARLY YORK OR LANDRETHS' EARLIEST CABBAGE.

আর্লি ইয়ার্ক বা লেণ্ড্রথের জল্‌দী কফি।

শিষ্য। আর্লি ইয়ার্ক কফির চাষ কিরূপে করিতে হয়, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

গুরু। আর্লি ইয়ার্ক কফির বীজ শীত প্রধান দেশে জন্মে, যথা, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, কেফ অফ গুডহোফ, মেলবোরণ, অষ্ট্রেলিয়া এই সকল স্থানে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকার বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শিষ্য। প্রভো! আমেরিকার বীজ কিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। আমিরিকার আর্লি ইয়ার্ক কফির বীজের আবাদ করিলে. ভবিষ্যতে কফিগুলি দেখিতে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়, কিন্তু এরূপ নিটোল ও কঠিন হয় যে, উহার উপর হস্ত দ্বারা অতিশয় জোর দিয়া টিপিলেও দমে না (অর্থাৎ টোল খায় না।) অন্যান্য স্থানের বীজে যে কফি উৎপন্ন হয়, তাহা

পরিমাণে কিছু বড় হয় বটে, কিন্তু হস্ত দিয়া টিপিলে নরম (অর্থাৎ তলতলে) বোধ হয় এবং ওজনেও হাল্কা হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐ রূপ তল্‌তলে হইলে, তাহাতে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। নিটোল ও কঠিন না হইলে, ২।১টি যাহা দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—শীত গত হইয়া গরম হইলেই তালবাঁধা বন্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ তল্‌তলে অবস্থায় আকাশের জল উহার ভিতর প্রবেশ করিলে, কফির আস্বাদন দূরীভূত হইয়া যায়, আর বেশীপরিমাণে জল প্রবেশ করিলে, পচা ও পোকা ধরিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু অ্যামেরিকার বীজে এরূপ কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু কঠিন অবস্থায় থাকে।

আর্লিইয়র্ক কফির আবাদ করিতে হইলে, ১ বিঘা জমিতে ৬ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে।

শিষ্য। বাঁধাকফি অপেক্ষা ইহার বীজ বিঘা ভুঁই বেশী বপন করিতে হয় কেন?

গুরু। বেশী লাগিবার কারণ এই যে, বাঁধাকফি অপেক্ষা ইহার বীজ কিছু পরিমাণে বড়। আর এক কথা,—বাঁধাকফি যে পরিমাণে বড়, শীঘ্র হইবার কফি উহা অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট হয়, এ কারণ ক্ষেত্রে ঘন করিয়া চারা রোপণ না করিলে বড় অসুবিধা হইয়া থাকে। ড্রমহেড কফির চারা প্রস্তুত যে প্রণালীতে করিতে হয়, ইহাও ঠিক সেই প্রণালীতে করা কর্ত্তব্য। বিশেষ এই যে, চারা রোপণ করিবার সময় বাঁধা-কফির চারা যেরূপ ১।০ হস্ত অন্তর অন্তর ডাঁড়া ও খুবি করিয়া

রোপণ করিতে হয়, সেইরূপ ইহারও চারা রোপণ করা বিধেয়। কিন্তু বড় বাঁধাকফি অপেক্ষাকৃত ঘন (অর্থাৎ সওয়া হস্ত অন্তর অন্তর ডাঁড়া ও খুবি করিতে হয়।) সবুজ ওলকফির চারার ন্যায় একবিঘা জমিতে ইহারাও চারা ৩৫৫০টি রোপণ করা কর্ত্তব্য ; এবং জমির আবাদ, ডাঁড়া তোলা, খুবিকাটা, খইল পোতা, গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়া, পাতা ভাঙ্গা, পোড়াখোঁচা, জিউনি জল দেওয়া, জল সেঁচা, ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া গোড়ায় মাটী দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য সকল, বাঁধা কফির ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু ইহার চারা রোপণের পর, যে সকল কার্য্য করিতে হইবে, তাহা ড্রমহেড কফির সময় অপেক্ষা তৎপর করিতে হইবে, কারণ, ঐ কফি শীঘ্র তাল বাঁধিয়া ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই কফি কিরূপ মাটীতে কি প্রকারে জন্মিয়া থাকে, তাহা বলিলেন না কেন ?

গুরু। কথাটি ভুলিয়া গিয়াছি বাপু ! ইহার আবাদ সকল মাটীতেই হয়, তবে পোলি, বোধ, পাঁক মাটীতে ভাল হইয়া থাকে। খইল পুতিবার নিয়ম—১ বিঘা ক্ষেত্রে ১২ মোণ খইল পুঁতিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ড্রমহেড কফিতে যেরূপ দুইবার খইল ব্যবহার করিতে হয়, ইহার আবাদে তাহা আবশ্যক নাই। ওলকফির ন্যায় একেবারে খুবিতে পুতিয়া দিলেই, উত্তম কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহাতে দুইবার খইল না দিবার কারণ কি ?

গুরু। ইহার আবাদ এক প্রকার সহজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঁধা ও ফুলকফির ক্ষেত্রে যেরূপ চাপ দিতে হয়,

ইহারও ক্ষেত্রে ঠিক্ তদ্রূপ চাষ দিতে হয়; এবং বীজ বপন, চারা তৈয়ারী, চারা রোপণ সমস্ত কার্য্য এক সময়ে এক নিয়মে করিতে হয়, কিন্তু চারা রোপণের পর হইতে অপর অপর কফির কারিকিত যেরূপ, ইহার তদ্রূপ নহে। চারা পোতা হইতে, ড্রমহেড কফি তৈয়ারী যে চার মাসকাল সময় লাগে, ইহা তৈয়ারী (অর্থাৎ খাদ্যোপযোগী) তিন মাসের মধ্যেই হইয়া উঠে। সুতরাং ঐ তিন মাসের মধ্যে জমির কারিকিত সমস্ত সম্পন্ন করা উচিত। তজ্জন্য পুনর্ব্বার খইল ব্যবহার করার সময় পাওয়া যায় না, যদিও কেহ অজ্ঞাত বশতঃ উহাতে দুইবার খইল ব্যবহার করে, তাহা বিফল হইয়া যায়। বস্তুতঃ খইলের তেজ তিন মাস কাল বেশ থাকিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য ইহাতে একবার খইল দিবার ব্যবস্থা সর্ব্ব সম্মত, এই জন্য ইহার নাম সাধারণে জল্‌দী কফি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

শিষ্য। তবে আর্লি কফির আবাদ না করিয়া, অন্য প্রকার কফির আবাদ করাইত ভাল।

গুরু। না বাপু! যে কোন ফসল হউক না কেন, যাহা অগ্রে প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উপকারী ফসল, জ্যাঠ (অর্থাৎ অসময়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া) মূল্যও অধিক হইয়া পড়ে। জল্‌দী বাঁধা কফি ছোট ধরণের হইলে কি হইবে, সর্ব্ব প্রথমে প্রস্তুত হয় বলিয়া, অনেকেই সখ করিয়া ব্যবহার করে, তজ্জন্য ড্রমহেড কফি অপেক্ষা ইহার মূল্য বেশী হইয়া পড়ে, এ কারণ সবজিওলারা জলদী কফির আবাদ কিছু না কিছু করিবেই করিবে।

শিষ্য। জলদী কফি প্রস্তুত হইবার সময়ের মধ্যে লার্জ ড্রমহেড কফি চেষ্টা করিলে কি, খাদ্যোপযোগী হয় না?

গুরু। না বাপু! তাহা হইলে জলদী কফির এত আদর হইবে কেন? জলদী কফি একটী স্বতন্ত্র জাতীয়, ইহাকে কেহ কেহ আউসে কফি বলিয়া উল্লেখ করে, এতদ্ব্যতিত ইহার ২টী প্রধান গুণ দেখা যায়, প্রথমতঃ এই এক গুণ—কফিগুলি বড় নারিকেলের ন্যায় হয় বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পাতাগুলি কোচড়াইয়া এত কঠিন হয় যে, হস্তদ্বারা অতি জোর দিয়া টিপিলেও নুইয়া যায় না, আস্বাদন ভাল,—খাইতে ও সর্ব্বাপেক্ষা নরম বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ আর এক গুণ, অন্য কফি সকল গ্রীষ্ম পড়িলে ভালরূপ বাঁধে না; এবং পূর্ব্বে যে বাঁধা থাকে, তাহাও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে। আর্লিইয়ার্ক কফিতে সেরূপ ঘটে না। ইহাকে যতদিন রাখা যাউক না কেন, ঠিক সমভাবে থাকে, বিশেষ কোন হানি হয় না, ড্রমহেড কফিতে যেমন ৪ বার জল সিঞ্চন করিতে হয়, কিন্তু আর্লি ইয়ার্কে ২বার করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শিষ্য। জলদী বাঁধা কফি যদি ছোট রকম হইল, তবে জলদী ফুল কফিও ত ছোট হইতে পারে!

গুরু। হা বাপু! লেট ফুল কফি অপেক্ষা আর্লি ফুল্ কফি অল্প পরিমাণে ছোট হইয়া থাকে, মোট কথা—যে সকল ফল ফুল, শাক শবজী জ্যাঠ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হয়, তাহা কিছু পরিমাণে ছোট হইবে, বোধ হয় ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

শিষ্য। কফির চাষের কথা যাহা যাহা শুনিলাম, তাহা

সমস্তই ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি যে আর অপর অপর বিলাতি সবজীর কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বিষয় কিছু কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তবে এই একরকম বিলাতী বিটের কথা বলি, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলুন।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

TURNIP ROOTED BLOOD RED BEET.

টারনিপ্ রুটেড ব্লড রেড বিট।

গুরু। ইহার বীজ অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড, প্রদেশে জন্মিয়া থাকে, মাকড়া-এটেল ও পলি মাটীতে ইহার আবাদ ভালরূপ হয়। আবাদ করিবার নিয়ম,—প্রথম ফাল্গুন মাস হইতে প্রতিমাসে ২।৩ বার করিয়া একটু বেশী রকম গভীর ভাবে ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। গোময়সার, ভোড়রনাদি সার এবং যে কোন প্রকার খইল সার হউক না কেন, সকলই বিটের পক্ষে উপকারী।

পরে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস, চাষ বন্ধ রাখিয়া দেওয়া বিধেয়। কারণ, বর্ষার সময় কর্দ্দম পূর্ণ ক্ষেত্রে চাষ দিলে অনর্থক লাঙ্গল খরচা পড়ে। সুতরাং কার্য্যেরও পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। পরে ভাদ্র মাহার প্রথমেই ঐ ক্ষেত্রে

পচা গোময় সার দিতে হইলে ৪০ মোণ, রেড়ির বা সরিষার খইল দিতে হইলে ১০ মোণ, ভেড়িরনাদি সার দিতে হইলে ৩০ মোণ দিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থানুসারে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া, একদিনে দুইবার চাষদিতে হইবে। তৎপরে দেখিতে হইবে যে, উপরোক্ত সার বা খইল ক্ষেত্রের মাটীর সাহিত ভালরূপ মিশ্রিত হইয়াছে কি না, যদি ভালরূপ মিশ্রিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ দিন কি পর দিন, আর একবার চাষ দেওয়া আবশ্যক, এবং ঐ দিন হইতে, দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের আইলগুলি বর্ষার জলে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কি না, কারণ কোন স্থানে আইল ভগ্ন থাকিলে, ঐ স্থান দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। এই সময় ক্ষেত্রে জল বহির্গত হইলে, ২।৩টি দোষ ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ এই একটী দোষ, অতিরিক্ত জল না পাইলে, ক্ষেত্রের খইল শীঘ্র পচিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ অপর এক দোষ, ঐ জলের সহিত সারের কতক অংশ বাহির হইয়া যায়। তৎপরে বর্ষার সময় গত হইয়া যাইলে, কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে ২।৪ বার চাষ দিয়া, ভালরূপে মোই দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং জমি এক দিকে সামান্য ঢাল মানাইয়া ঐ ঢালের দিকে দীর্ঘে দড়ি ফেলিয়া ২॥ হস্ত প্রস্থের মধ্যে পট্টী জমি রাখিয়া, দুই পার্শ্বে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ, এক একটী টানা আইল করিয়া সমস্ত জমি ঠিক করা আবশ্যক। কিন্তু এই সময় দেখা উচিত যে, পট্টী জমির মাটীগুলি ভালরূপ পরিষ্কার এবং

গুঁড়া হইয়া সমান আছে কি না, যদি বেশ মনমত হয়, তাহা হইলে, ঐ পটি জমিতে বীজ বপন করা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এমন ভাবে বীজগুলিকে বপন করিতে হইবে যে, দীর্ঘে প্রস্থে অর্দ্ধহস্ত. অন্তর অন্তর যেন একএকটি বীজ পড়ে। এক বিঘা জমিতে টারনিপ রুটেড বিটের বীজ ৬০ হইতে ৭০ তোলা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু বীজ বপনের দুই প্রকার নিয়ম আছে। একটী নিয়ম এই যে, ক্ষেত্রে শুষ্ক বীজ বপন করিয়া ঐ দিবস কি পর দিবস অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করিতে হইবে। ঐ জল সিঞ্চনের পর ১৫। ১৬ দিনে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়, অপর আর একটি নিয়ম এই যে, জমির শেষ চাষ অর্থাৎ জমি ঠিক হইবার ৭।৮ দিবস পূর্ব্বে একটী মৃত্তিকাপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে বীজগুলি ফেলিতে হইবে। তৎপরে ঐ বীজপূর্ণ পাত্র সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া, অপরাহ্নে ঐ বীজগুলি জল হইতে উত্তোলন করতঃ একখানি ন্যাকড়া বান্ধিয়া ঘরের ভিতর রাত্রিযোগে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে পুনর্ব্বার নূতন জল রাখিয়া, ঐরূপ করতঃ তাহাতে ঐ বীজ ভিজাইতে হইবে। এইরূপ বীজগুলি জলে, ঐ প্রণালীতে ফেলা এবং তোলা ৪দিবস করিতে হহবে। তৎপরে, শেষ দিবস ঐ বীজগুলি জল হইতে উত্তোলন করিয়া, ঐ বীজের সহিত সামান্য ২।৪ খানি ঘুঁটের ছাই (৵০) অর্দ্ধ পোয়া গুঁড়া করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। বীজগুলিতে সামান্য ছাই মিশ্রিত করিয়া অল্প কাদার ন্যায় হইলে, একখানি রেড়ির পাতায় মুড়িয়া তাহাতে কলারছোটা বা দড়ি জড়াইয়া একটি

পুট্টলি মত করতঃ কোন গরম স্থানে রাখিয়া, দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। রেড়ির পাতায় না বাঁধিয়া অপর পাতায় বাঁধিলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। রেড়ির পাতা রাত্রিকালে স্বাভাবিক গরম হয়, অপর পাতা ঐ রূপ হয় না।

শিষ্য। যদি রেড়ির পাতা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

গুরু। তাহার উপায় এই যে, বিচালির লুটি করিয়া, উহার ভিতর রাখা কর্ত্তব্য। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বীজের পুট্টলি খুলিয়া দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি ঝর্ ঝরে হইয়াছে, কি জল সপ্ সপে আছে, যদি জল সপ্ সপে বোধ না হয়, তবে সামন্য একটু জল রৌদ্রে গরম করিয়া ঐ বীজে ছিটা দিয়া পুনর্ব্বার পুট্টলি বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে ৪।৫ দিবস করিলে, বীজগুলির মধ্যে ২।৪টি সাদা সাদা অঙ্কুর বাহির হইবে, তৎপরে অঙ্কুর দৃষ্ট হইলেই বীজগুলি ক্ষেত্রে বপন করিয়া পরক্ষণেই ঐ জমি কোদাল দ্বারা পাতলা পাতলা বা ভাসা ভাসা কোপাইয়া, মাটীগুলি হস্তদ্বারা বেশ চাপাইয়া দিলে ২।৪ দিনের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে।

শিষ্য। প্রভো! আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি, বীজ সকল রাত্রিরে জল হইতে না তুলিলে, অর্থাৎ রাত্রদিন জলে রাখিয়া দিলে, কি দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। শীতল জল অপেক্ষা, সূর্য্যোত্তাপিত জলে যে সকল বীজ ভিজাইবে, তাহাতে শীঘ্রই জল প্রবেশ করে; এবং

ঐ জল রাত্রিযোগে শীতল হইয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ শীতল জলে বীজ থাকিলে কালা পড়িয়া বীজ সকল অঙ্কুরিত হইতে বেশী দিন বিলম্ব হইয়া পড়ে; এবং অধিকাংশ বীজ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। উক্ত গরম জল ভিন্ন শীতল জলে বীজ ভিজাইলে, তাহাতে কি চারা উৎপন্ন হয় না?

গুরু। উক্ত বীজ ভালরূপ পক্ক হইলে, উহার চারা উৎপাদিকা শক্তি সহজে নষ্ট হয় না। তবে চারা বাহির হইতে ২০।২৫ দিন বিলম্ব হয়, কারণ, বিটের বীজের খোসা কঠিন। চারা সকলের ২।৩।৪ পাতা দৃষ্ট হইলে, ঐ ক্ষেত্রে একবার জল সিঞ্চন করিয়া, যে যে স্থানের চারা সকল ঘন হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে উত্তোলন করিয়া, পাতলা ভাবে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। বীজগুলি যদি সমভাবে বপন করা হয়, তাহা হইলে ঘন পাতলা কেন হইবে?

গুরু। না বাপু! অপর অপর বীজ যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিলে, তাহার চারা সকল ভবিষ্যতে ঘন পাতলা হইতে দেখা যায় না; কিন্তু বিটের বীজের চারা সকল ঘন পাতলা হইবেই হইবে, কারণ, বিটের এক একটী বীজে ২।৩টি করিয়া চারা উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। তাহার কারণ কি, আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। তাহার কারণ এই যে, এমন কতকগুলি বীজ আছে যে, তাহাদিগকে সচারাচর দেখিলে, একটী বীজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে—কোন বীজ ২।৪টি একত্রিত হইয়া

স্বাভাবিক জমাট বাঁধিয়া থাকে। যথা, বিটরূট, মিঠা পালম ইত্যাদি।

তৎপরে, জল সিঞ্চনের পর জমি অল্প শুষ্ক হইলে, নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা জমির ঘাস সকল নিড়াইয়া এবং তৎসঙ্গে সমস্ত জমি নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। ঘাষ নিড়াইবার আবশ্যক বটে, কিন্তু সমস্ত জমি খোঁচড়াইবার প্রয়োজন কি ?

গুরু। জমি খোঁসা অর্থাৎ খুঁচিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ জমিতে আকাশের জল, বা তোলা জল প্লাবিত হইলে, মাটীর ভিতরের সত্ব উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। তাহাতে মাটীর উপরিভাগ শানের ন্যায় কঠিন হয়। কঠিন অবস্থায় জমি বা উদ্ভিদ, সুধাসম শিশির পানে বঞ্চিত হয় (অর্থাৎ মাটীর ভিতর শিশির প্রবেশ করিতে পারে না।) এ জন্য জল প্লাবিতের পর, জমি খুঁচিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। আর এক কথা,—যদি জমি খোঁচড়ান না হয়, তাহা হইলে, ঐ জমির রস শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া আগা গোড়া নিরস ও কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য ঐ খোচড়ানকে সাধারণে "ধাতবাঁধা" ও 'যো বাঁধা" কহে। তৎপরে, ১৯।২০ দিন গত হইলে, ঐ জমিতে একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। ঐ জল ক্রমশঃ ১০।১৫ দিন বিটের গোড়ায় বসিলে, গুটি ধরিয়া এক একটী আলুর ন্যায় গোল হইয়া উঠে। ঐ রূপ গুটি ধরা দৃষ্ট হইলে, খুসনি কোদালের দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্র ২।৩ ইঞ্চি গভির করতঃ অতি সাবধান পূর্ব্বক খুসিয়া, পরক্ষণেই হস্ত দ্বারা ঐ খোঁসা মাটীগুলি সমান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; ঐ সময় বিটগাছ

গুলির গোড়ার মরা পাতা সকল ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া, ঐ সঙ্গে সঙ্গে গোড়ার মাটীগুলি ধীরভাবে সরাইয়া, পার্শ্বের সরু সরু চুম্‌রী সিকড়গুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে পুনর্ব্বার মাটীগুলি গোড়ায় চাপা দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। প্রভো! বিটের সিকড় ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, এ কথায় ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু! বিটকে ঐ গাছের প্রধান মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ মূলের চতুঃ-পার্শ্বে আরও কতকগুলি ছোট ছোট সিকড় সংলগ্ন থাকে। সেই সিকড়গুলি কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে, গাছের পক্ষে কোন হানি হয় না, বরং ছিঁড়িয়া দেওয়ায় বিটগুলি প্রশস্ত হয়।

শিষ্য। তবে বিটের সিকড়গুলি কিরূপে ছিন্ন করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। বিট গাছটি বামহস্ত দ্বারা ধৃত করিয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বারা গোড়ার সমস্ত মাটীগুলি সরাইয়া, সিকড় বাহির হইলে, আস্তে আস্তে কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া দিতে হয়। তৎপরে মাটীগুলি পুনর্ব্বার সরাইয়া বিটগুলি, পূর্ব্বমত ঢাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে ৪।৭।১০ দিন বাদে ঐ জমি শুষ্ক হইলে, আর একবার জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। জল দেওয়ার ১০।১৫ দিন পরেই ক্রমশঃ বিট সকল খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে।

আর একথা,—বিটের রসে চিনিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালুকাময় জমিতে বিটের আবাদ করিলে, সেই বিটে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়।

শিষ্য। যদি এঁটেল মাটীতে বিটের আবাদ করা যায়, তাহাতে কিরূপ চিনি প্রস্তুত হয়?

গুরু। বালুকাময় জমির বিটে যেরূপ চিনি প্রস্তুত হয়, এটেল মাটীতে সেরূপ হয় না, (অর্থাৎ পরিমাণে কম হয়)। বস্তুতঃ সুচারুরূপে বিটের আবাদ করিতে পারিলে, বেশ দশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। বিটের অন্য প্রকার আবাদ প্রণালী যাহা আছে, তাহা সময়ানুসারে বলিব। এক্ষণে উপস্থিত আমি যে একটী দায়গ্রস্ত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি।

শিষ্য। কি দায় প্রভো!

গুরু। আমি যখন বাটী হইতে প্রত্যাগমন করি, তাহার ২।৩ দিন পূর্ব্বে আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান নিবারণচন্দ্রের শুভ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আষাঢ় মাস পড়িয়াছে, প্রজাপতির নিবন্ধন বলা যায় না, কার্য্যটি হইলে হইতে পারে, অতএব আর আমি থাকিতে পারি না; যত শীঘ্র পারি বাটীতে গমন করিব। তুমি কৃষি সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অবগত হইলে, তাহাতে কোন মতে শৈথিল্য না করিয়া একাধিক্রমে মনোযোগী হইবে। আমি পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া যত শীঘ্র পুনরাগমন করিতে পারির, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব।

শিষ্য। দেব! ঘোর বর্ষার সময় বিবাহ কার্য্যে বড়ই অসু-বিধা ঘটিবে।

গুরু। তা, কি করা যাইবে বাপু! প্রজাপতির নিবন্ধন. বিশেষতঃ তোমার গুরুদেবীর ঐকান্ত ইচ্ছা যে, আষাঢ় মাসের মধ্যে নিবারণের বিবাহটা যেরূপেই হউক দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণীর উতলা হইবার বিশেষ কারণ এই যে, কন্যাকর্ত্তার বাটী ও আমার শ্বশুরালয় এক স্থানে, এবং আমার শ্বশুরের সহিত কন্যাকর্ত্তার একটু নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। নতুবা আমি এত ব্যতিব্যস্ত হইতাম না, মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, মধ্যম পুত্রটীকে ভালরূপ বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যথা,—ন্যায় স্মৃতিতে বেশ পারদর্শী হইলে, ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রম অবস্থায় বিবাহ দিব, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে কন্যা-কর্ত্তারা পাল্‌টীঘর বলিয়া বিশেষ পেড়াপিড়ি করিতেছেন, এবং তোমার গুরুদেবীরও আগ্রহ দেখিয়া ১০ই আষাঢ় শুভবিবাহের দিন স্থির করিয়াছি।

শিষ্য। পাত্রিটীর বয়ঃক্রম কত? এবং দেখিতে কিরূপ? দেওয়া নেয়ার বিষয় কিরূপ ঠিক হইয়াছে?

গুরু। পাত্রিটীর বয়ঃক্রম ১২।১৩ হইবে, দেখিতে বেশ পরিষ্কার, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠন, তাহাতে কোন দোষ নাই, মোট কথা, বেশ সুশ্রী মেয়ে; অথচ লেখা পড়ায় বেশ সুশিক্ষিতা। আর দেনা পাওনার কথা, তাঁহারা মেয়েকে চুড়িসুট গহনা দিবেন এবং ছেলেকে হীরের অঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন, ওয়াচগার্ড, বারাণসী জোড়, খাটবিছানা ও রূপার একপ্রস্ত বাসন দিবেন।

শিষ্য। নগদ টাকা কিছু দিবেন না কি?

গুরু। হাঁ, হাজার টাকা নগদ দিবেন।

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করিবেন না, যত শীঘ্র হয় তাহার উদ্যোগ করুনগে।

গুরু। তাইত বড় চিন্তাযুক্ত আছি, উপস্থিত আমার হস্তে ২৫টীও টাকা নাই, যেখানে ২।৩ শত টাকার দরকার, সেখানে

অভাবপক্ষে দেড়শত টাকাও ত হস্তে থাকা চাই! তাহা না হইলে মান রক্ষা কিরূপে হইবে? তোমার যেরূপ সময় দেখিতেছি, এ সময় তোমাকেও বেশী কথা বলিতে পারি না।

শিষ্য। আপনি একটা কর্ম্ম করুন না কেন, এক্ষণে কোন ভদ্রলোকের নিকটে কিছু টাকা হাওলাৎ করিয়া কার্য্যটা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। পরে ঐ হাজার টাকা পাইলে, তাহা হইতে দেনা পরিশোধ করিবেন।

গুরু। ও আমার অদৃষ্ট! তাহা হইলে এত ভাবনা করিব কেন! হায়! হায়! সে দাদার ভরসা বাঁয়ে ছুরী! সে টাকা কি পাবার আশা আছে, ব্রাহ্মণী অগ্রেই তাহা হস্তগত করিয়াছে। এমন কি, ছেলেটিকে দুইটি মোহর দিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি চক্ষে দেখিতে পাই নাই।

শিষ্য। সে কি দেব! তবে এক্ষণে উপায় কি!

গুরু। উপায়, মাথা আর মুণ্ডু!

শিষ্য। সে যাহাই হউক, যখন দিন স্থির করিয়াছেন, তখন যে রূপেই হউক শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

গুরু। সে তোমাদের পাঁচজনের হাত।

শিষ্য। অবশ্য! আপনি যে কথা বলিলেন সত্য। কিন্তু আমার সময় এবং অবস্থা ব্যবস্থা সকলিইত আপনার অজ্ঞাত নাই। নতুবা আপনাকে এত চিন্তিত হইতে হইবে কেন।

গুরু। হাঁ, তাহা না হইলে আমিই বা এত চিন্তাযুক্ত হইব কেন! সে যাহাই হউক, এক্ষণে বাপু, তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ

করিয়া যাইতেছি, কারণ, আমি বিবাহের মধ্যে আর আসিতে পারি কি না। অতএব ৭ই আষাঢ় শুক্রবার গাত্রে হরিদ্রা ও আয়ুবৃদ্ধান্ন, ১০ই বিবাহ এবং ১২ই পাকস্পর্শ হইবে। তোমরা অবশ্য অবশ্য যাইবে। যদি একান্তই না যাইতে পার, তাহা হইলে বিনোদকেও পাঠাইয়া দিও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রণাম! তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী গ্রহণ করুন।

গুরু। বাপু! এই ২৫৲ টাকা এ সময়ে ২৫ মোহর। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হইয়া সুখে কাল যাপন কর।

ইতি অষ্টম অধ্যায়।